বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 04 Vol »065 »27 Ograhyon 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৪ অংক » ০৬৫ » « ২৭শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০»

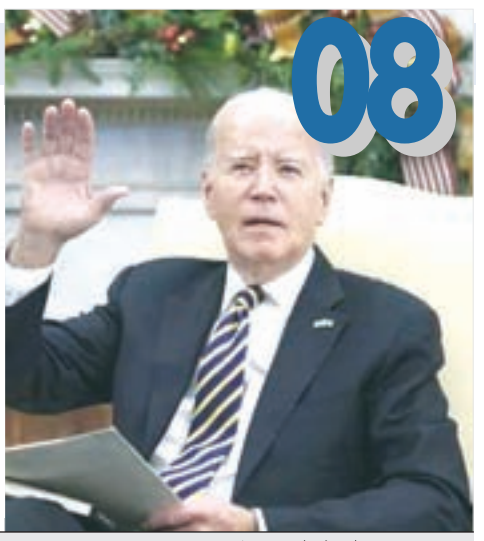

যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ইসরাইলি বসতিস্থাপনকারিদের ক্ষোভ

এলকানা ঃ পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর সহিংসতা চালানোর জন্য যেসব ইহুদি বসতিস্থাপনকারিদের সন্দেহ করা হয়, তাদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বসতিস্থাপনকারিরা। এলকানায় চার হাজারের বেশি ইসরাইলি বাস করে। তাদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্ত আত্মরক্ষার পদক্ষেপ নেয়া বসতিস্থাপনকারিদের শাস্তি দিতে পারে। ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন ঘোষণা করেছিলেন, যেসব ইসরাইলি সেটেলার পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর সহিংসতা চালিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের চরমপন্থী বলে অভিহিত করা হবে। কারা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে পারবে না সে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে তা স্পষ্ট নয়। অধিকার গোষ্ঠীগুলো বলছে, অক্টোবরে হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেটেলারদের হাতে ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

বাজার দর
SENSEX : 69584.60 +33.57
NIFTY : 20926.35 +19.95

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
22.00 °c	09.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 17.04 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 06.21 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 75,400 টাকা./কিলো

নাভালনিঃ রাশিয়ার কারাবন্দি বিরোধী নেতার খোঁজ মিলছে না

নিউইয়র্ক ঃ রাশিয়ার বিরোধী নেতা আলেক্সি নাভালনির কোনও খোঁজখবর বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর মিত্ররা জানিয়েছেন, গত বছর থেকে যে পেনাল কলোনিতে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তিনি আর সেখানে নেই। নাভালনিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা নিয়ে মুখ খোলেননি রুশ কর্মকর্তারা। ক্রেমলিনও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। নাভালনির মুখপাত্র কিরা ইয়ারমিশ বলেন, সোমবার ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে আদালতে তার হাজিরা দেবার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। তিনি আরও বলেন, কারা কর্তৃপক্ষ বিদ্যুতের সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে। কিরা জানান, ছয় দিন আগে শেষবারের মতো নাভালনির আইনজীবী ও মিত্ররা তাঁর গলা শুনতে পেয়েছেন। চরমপন্থী ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে আগস্ট মাসে নাভালনির ১৯ বছরের কারাদণ্ড হয়। মস্কোর ২২৫ কিলোমিটারের বেশি পূর্ব দিকে ভ্লাদিমির অঞ্চলে মেলেখোভো শহরে পেনাল কলোনি নম্বর ৬তে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার মধ্যে সাজা খাটছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। হোয়াইট হাউসে জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কারবি বলেছেন, তাঁকে আশু মুক্তি দেওয়া উচিত। প্রথম কথা হল, তাঁকে জেলে রাখাই উচিত হয়নি।

পাকিস্তানঃ জঙ্গি হামলায় ২৩ জন সৈন্য নিহত

খাইবার পাখতুনখোয়া ঃ মঙ্গলবার ভোরে জঙ্গি হামলায় পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে ২৩ জন সৈন্য নিহত হয়েছে। আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের আদিবাসী জেলাগুলোর নিকটবর্তী জঙ্গিপ্রভাবিত ডেরা ইসমাইল খানের প্রত্যন্ত এলাকা দারাবানে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মিডিয়া উইং ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছে। সামরিক বাহিনী একাধিক অভিযানে ২৭ জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে বলেও জানায় তারা। দারাবানের ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর মিডিয়াকে দেয়া এক সেনা বিবৃতিতে বলা হয়, ভোরে ছয় জন সন্ত্রাসী নিরাপত্তা বাহিনীর একটি পোস্টে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের পোস্টে প্রবেশে বাধা দেয়া হলে একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি আর আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানো হয়। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, বিস্ফোরণের কারণে সামরিক ক্যাম্পের ভবনটি ধসে পড়ে বেশ কয়েকজন হতাহতের ঘটনা ঘটে, হামলাকারী ৬ জনের সবাই সামরিক অভিযানে নিহত হয়। ১১ থেকে ১২ ডিসেম্বর বৃহত্তর ডেরা ইসমাইল খান এলাকায় সন্ত্রাসী অভিযান চালানোর পরই রাতে জঙ্গি হামলা হয়। আইএসপিআর জানিয়েছে, গোয়েন্দা ভিত্তিক ওই অভিযানে ২১ জন সন্ত্রাসী ও দুইজন সেনা নিহত হয়েছে। তুলনামূলকভাবে নতুন জঙ্গি গোষ্ঠী তেহরিক-ই-জিহাদ পাকিস্তান দারাবানে হামলার দায় স্বীকার করেছে। গত জুলাইয়েও বেলুচিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলায় ১২ জন পাকিস্তানি সৈন্যকে হত্যার দায় স্বীকার করে জঙ্গি গোষ্ঠীটি। পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার-উল-হক কাকার এক্স-এ দেয়া এক বার্তায় এই হামলার নিন্দা জানিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

আফিম উৎপাদনে আফগানিস্তানকে ছাড়িয়ে শীর্ষে মিয়ানমার

জেনেভা ঃ জাতিসংঘের নতুন এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে আফগানিস্তানকে টপকে বিশ্বের শীর্ষ আফিম উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়েছে মিয়ানমার। গৃহযুদ্ধের কারণে টানা তৃতীয় বছর আফিম চাষ সম্প্রসারণের পরই তারা এই অবস্থানে আসে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আফিম সরবরাহকারী দেশ হিসেবে দুই দশকেরও বেশি সময় এই অবস্থান ধরে রেখেছিল আফগানিস্তান। ক্ষমতাসীন তালিবান সরকার পপি চাষের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কারণে আফগানিস্তানের আবাদি জমি ২০২২ সালে ২৩৩,০০০ হেক্টর থেকে কমে এ বছর ১১,০০০ এর নিচে নেমে আসে। একই সময়ে, ২০২১ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের পরে গৃহযুদ্ধের মুখে পড়া মিয়ানমারের আরও বেশি সংখ্যক কৃষক আফিম চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। মঙ্গলবার প্রকাশিত জাতিসংঘের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আফিম জরিপ ২০২৩-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সালে মিয়ানমারে আফিম চাষের পরিমাণ আগের বছরের ৩৩ শতাংশ থেকে আরও ১৮ শতাংশ বেড়ে মোট জমির পরিমাণ ৪৭ হাজার হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০১৩ সালের পর থেকে মিয়ানমার সবচেয়ে বেশি জমিতে আফিম চাষ করেছে। ২০০২ সালের পর তারা এই প্রথমবার আফগানিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে।
জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দপ্তরের আঞ্চলিক প্রতিনিধি জেরেমি ডগলাস ভয়েস অব আমেরিকাকে বলেন, মিয়ানমারে অস্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাহীনতা গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে,। যার ফলে মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য অন্য উপায়ের দিকে ঝুঁকছে। অর্থনীতি তুলনামূলক ভাল থাকা অবস্থায় তাদের বিকল্প ছিল । কিন্তু এখন সেটা না থাকায় তারা আফিম উৎপাদনে ফিরছে। অন্য কোন উপায় না থাকায় তাদের কাছে এটাই উপার্জনের রাস্তা।
আফিমকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে মাদক চোরাকারবারি ও মধ্যস্বত্বভোগীরা গত বছরের তুলনায় এ বছর বেশি দাম দিয়েছে।তারা কৃষকদের সার ও সেচ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে।
ইউএনওডিসি'র হিসাব অনুযায়ী, মিয়ানমারের কৃষকরা এ বছর ১,০৮০ মেট্রিক টন শুকনো আফিম উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পপি চাষ করেছে। যার অর্থমূল্য ২,৫০০ কোটি ডলার। আফিমের বেশিরভাগই হেরোইন হিসাবে পাচারকারীদের মাধ্যমে এশিয়া জুড়ে এবং অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যায়। এর বেশিরভাগই যায় থাইল্যান্ড হয়ে।
গত সেপ্টেম্বরে থাই পুলিশ ৪৪০টি হেরোইন বার এবং প্রায় দেড় কোটি মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট জব্দ করে। থাইল্যান্ডের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের আইন প্রয়োগকারী বিভাগের পরিচালক প্রিন মেকানন্দা ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানান, দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চালান এটি, যার বাজার মূল্য ৮২ লক্ষ ডলার।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

দূর্নীতির সব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেন নেওয়াজ শরীফ

ইসলামাবাদ ঃ মঙ্গলবার পাকিস্তানের একটি ফেডারেল আদালত নেওয়াজ শরীফের বিরুদ্ধে দূর্নীতির সর্বশেষ অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। নেওয়াজ শরীফ অতএব ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে। শরীফ, একনাগাড়ে না হলেও, ইতোপর্বে তিনবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। দুর্নীতির অভিযোগো তাঁকে দশ বছরের কারাদন্ড এদয়া হয়েছিল । সেই শাস্তি এড়ানোর জন্য স্বেচ্ছায় চার বছর লন্ডনে নির্বাসনে থেকে শরীফ অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে ফিরে যান। তাঁর দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নেওয়াজ) বলছে ৭৩ বছর বয়সী এই রাজনীতিক চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। শরীফের আপিলে সাড়া দিয়ে রাজধানী ইসলামাবাদে হাই কোর্ট এই রায় দেয়। পাকিস্তানে ফিরে আসার পর পরই তিনি ঘোষিত শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করেন। আরেকটি দূর্নীতি মামলায় তাঁর দোষী সাব্যস্ত হবার রায়টি আদালত বাতিল করার দুই সপ্তাহ পর এই মামলা থেকেও তাঁকে অব্যাহতি দেয়া হলো। মঙ্গলবার দেয়া আদালতের এই রায়কে মলীগের দল স্বাগত জানায় ।তারা দাবি করে আজ তিনি সকল মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তারা তার বিরুদ্ধে আনা সব দূর্নীতির অভিযোগকে ভূয়া বলে নাকচ করে দেয়। শরীফের বিরুদ্ধে সব আইনি অভিযোগ প্রত্যাহার করা হলে মনে করা হচ্ছে তিনিই হবেন ৮ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি।

আলোচনা রিপাবলিকানরা বিদেশে সহায়তা প্রদানের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কঠোর পরিবর্তনের ওপর জোর দিচ্ছে

ওয়াশিংটনে জেলেন্সকি ঃ ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা প্রদান অনিশ্চিত

ওয়াশিংটন (এজেন্সী)ঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর দেশের লড়াইয়ে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা প্রদানের জন্য তাঁর পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন তাঁর দেশ ঝুঁকির মুখে আছে । তবে তিনি উদ্দীপনাকারী কিছু শব্দও ব্যবহার করেন এবং আশাবাদী প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
তবে ক্যাপিটল হিলে কয়েক ঘন্টা ধরে আলোচনার পরও মনে হচ্ছে আরও আমেরিকান সহায়তা প্রদান নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।জেলেন্সকি এ নিয়ে দেন-দরবার করতে হোয়াইট হাউজে গিয়েছেন। একুশ মাস আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের উপর তীব্র আক্রমণ চলানোর পর যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে এ পর্যন্ত ১১ হাজার ১০০ কোটি ডলার দিয়েছে। তবে রিপাবলিকানরা বলছেন আর কোন অর্থ যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন । হোয়াইট হাউস বলছে এ বছরের শেষ নাগাদ ইউক্রেনকে নতুন করে কোন অর্থ প্রদান না করলে, ইউক্রেনর পক্ষে নিজের অঞ্চল রক্ষা করার ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতি হতে পারে, রাশিয়ার কাছ থেকে দখল করা এলাকা ফিরে পাওয়া তো দূরের কথা। বাইডেন শেষ বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে ইউক্রেনকে আরও সহায়তা প্রদানে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থতা বিশ্বে পুতিন ও অন্যান্য আগ্রাসী শক্তিকে আরো সাহস যোগাবে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি মঙ্গলবার সকালে ক্যাপিটল হিলে পৌঁছান। গত শীতে তাকে ক্যাপিটল হিলে নায়কোচিত অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। সে তুলনায় এ বছর তিনি আরও গম্ভীর মেজাজে আছেন। কারণ রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ তৃতীয় বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।
জেলেন্সকি এমন সময় ওয়াশিংটন সফর করছেন যখন কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইউক্রেন, ইসরাইল এবং অন্যান্য জাতীয় নিরাপত্তা প্রয়োজনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে আরও ১১ হাজার কোটি ডলার সহায়তা প্যাকেজের অনুরোধ ব্যর্থ হওয়ার গুরুতর ঝুঁকিতে আছে। রিপাবলিকানরা বিদেশে সহায়তা প্রদানের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কঠোর পরিবর্তনের ওপর জোর দিচ্ছে। ডেমোক্র্যাটরা এটিকে কঠোর নীতি বলে নিন্দা জানিয়েছে।
ডেলাওয়্যার রাজ্যের সেনেটর,বাইডেনের ঘনিষ্ঠ মিত্র ক্রিস কুনস বলেছেন, এটি উন্মাদনাপূর্ণ। তিনি বলেন, এটি বিশ্বের জন্য, ইউক্রেনীয় জনগণের জন্য খুব খারাপ একটি খবর।
হোয়াইট হাউস বলেছে, জেলেন্সকির ওয়াশিংটন সফরের জন্য এটি সঠিক সময় কারণ বাইডেন বছর শেষের ছুটির আগে সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদনের জন্য আইন প্রণেতাদের চাপ দিচ্ছেন। হোয়াইট হাউসের শীর্ষস্থানীয় একজন মুখপাত্র বলেছেন, বিশেষত ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ যখন মনোযোগ দাবি করছে, সে অবস্থায়ও যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে সহায়তা প্রদান বন্ধ হয়ে যেতে দিতে পারে না। তিনি বলেন, এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকানদের সাথে সমঝোতায় আসতে প্রস্তুত।
হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কার্বি এনবিসি-তে বলেছেন, অতিরিক্ত এই অর্থ ইউক্রেনকে তাদের আরও বেশি অঞ্চল ফিরে পেতে এবং রুশদের ইউক্রেন থেকে সরাসরি বের করে দিতে সাহায্য করবে।কিন্তু জেলেন্সকির আগমনের প্রাক্কালে ক্যাপিটলে ইউক্রেনের অর্থায়ন নিয়ে একটি চুক্তির সম্ভাবনা ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছিল।
সেনেটরদের সাথে একটি একান্ত বৈঠক শুরুর পূর্বে জেলেন্সকি কোনো মন্তব্য করেননি। এরপর হাউসের নতুন স্পিকার মাইক জনসনের সাথে তার সাক্ষাৎ করার কথা এরপর তিনি হোয়াইট হাউসে বাইডেনের সাথে আলোচনা করবেন।কারণ ইউক্রেনের পক্ষে থাকা একসময়কার শক্তিশালী দ্বিদলীয় সমর্থন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

বঙ্গ বিজেপকে লাঠি পেটা করা ,গিরিরাজ সিং এর মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে বাংলায় পেলে জামা খুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারী তৃণমুল সভাপতির

মালদা ঃবঙ্গ বিজেপকে লাঠি পেটা করা ,গিরিরাজ সিং এর মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে বাংলায় পেলে জামা খুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারী তৃণমুল সভাপতির।এবার বিজেপি নেতা নেত্রীদের লাঠিপেটা করার হুঁশিয়ার মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর।মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বিজেপিকে হুঁশিয়ার তৃণমূল সভাপতির। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে গিরিরাজ সিংহের জামা খুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি।এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আব্দুর রহিম বক্সী বলেন,বিজেপির বন্ধু তোমাদেরকে বলে দিতে চাই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা কোমর কোষে রেডি আছি আমরা। যেভাবে কোন ধানের জমিতে গ্রামের মধ্যে মোষ ঢুকে গেলে সেই মোষকে লাঠি দিয়ে তাড়াতে হয়।পশ্চিমবঙ্গের মানুষ লাঠিপেটা করে এখান থেকে বিশ্বাসঘাতক বঙ্গ বিজেপিকে তাড়াবো আমরা।মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় সম্বন্ধে গিরিবাজ সিংহের মন্তব্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আব্দুর রহিম বক্সী বলেন,গিরিরাজ সিং এর মত একজন অপদার্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তার জানা উচিত অনেক সিনেমা অভিনেতা রাজনীতিতে এসেছেন।চলচ্চিত্র উৎসবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সালমান খানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন তিনি। গিরিরাজ সিং বিজেপি বন্ধু নরেন্দ্র মোদি তুমি জেনে রাখো বাংলার মাটি মালদায় তোমাকে পেলে তোমার জামা খুলে প্রমাণ করে দেব। বাংলার মাটি অপদার্থতা বরদাস্ত করে না।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকেও কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করেন মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি।তিনি বলেন যে কোন বিসয়ে ইডি সিবিআই লাগিয়ে দাওয়,এম পি দের সাসপেন্ড করো। দিকে দিকে চোর ধরার নাম করে দিকে দিকে যে সমস্ত আন্দোলনমুখী মানুষরা আছে তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে খতম করে ক্ষমতা দখল করো।আমরা জিঞ্জাস করি নরেন্দ্র মোদি মহাশয় এদেশকি আপনার বাবার দেশ। বিজেপি বন্দু এদেশকি আপনার বাবার দেশ। আমাদের রক্তেরবিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা হয়েছি। তৃণমূলকে মানুষ লাঠিপেটা করে তাড়াবে নির্বাচনে।কেন্দ্রের পাঠানো টাকা তারা লুঠ করেছে চুরি করেছে পাল্টা প্রতিক্রিয়া মালদা উত্তরের বিজেপি সংসদ খগেন মুর্মুর।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন, বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি ঃ আগামী ১৮,১৯ ও ২০ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বাগডোগরা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি। কয়েকজন সাংসদদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। বাংলার ১০০ দিনের কাজের টাকা বাংলার বাড়ি ও গ্রামীণ রাস্তা এবং স্বাস্থ্যসাথীর টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।বাংলা থেকে জিএসটির টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাংলাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার প্রাপ্য টাকার দাবিতে আমি যাচ্ছি। সময় না দিলেও দিল্লি যাচ্ছি বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। আজ কার্শিয়াং সফর শেষ করে বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে আলিপুরদুয়ারের উদ্দ্যেশ্যে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার দিনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূল লিগ্যাল সেলের সম্মেলন

শিলিগুড়ি ঃ দার্জিলিং জেলা তৃণমূল লিগ্যাল সেলের উদ্দ্যোগে এই প্রথম শিলিগুড়ি শহরের দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল লিগ্যাল সেলের সম্মেলন ।এদিনের সম্মেলনে রাজ্যের প্রায় ২হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রি অরুপ বিশ্বাস।সেলের মুখ্য উপদেষ্টা মেয়র গৌতম দেব।এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রের আইন সংশোধন নিয়ে সমালোচনায় সরব হন আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক।তিনি জানান,,এতো বড় মাপের আইনজীবীদের সম্মেলন এর আগে শিলিগুড়িতে হয়নি। রাজ্যের প্রায় ২০০০ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছে।তিনি জানান আগামী লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে করেই তাদের এই আইনজীবী সংগঠন লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।আগামীতে কেন্দ্রের আইন সংক্রান্ত তিনটি বিলের বিরোধিতায় আন্দোলনে সরব হবেন তারা।

অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে প্রায় ৩০ বিঘা জমির গাঁজা গাছ কেটে নষ্ট করল বক্সিরহাট আফগানি দপ্তর ও বক্সিরহাট থানার জোরাই ফাঁড়ির পুলিশ

কোচবিহার ঃ শনিবার অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে প্রায় ৩০ বিঘা জমির গাঁজা গাছ কেটে নষ্ট করল বক্সিরহাট আফগানি দপ্তর ও বক্সিরহাট থানার জোরাই ফাঁড়ির পুলিশ। এদিন আফগানি দপ্তর ও জোরাই ফাঁড়ির পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে অভিধানে নেমে তুফানগঞ্জ দুই নম্বর ব্লকের রামপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢরারকুঠির এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০ বিঘা জমির গাঁজা গাছ কেটে নষ্ট করে আগুন ধরিয়ে দেয় দেওয়া হয়। বক্সিরহাট আফগানি দপ্তরের এ এস আই তাপস বর্মন বলেন, আজ তুফানগঞ্জ দুই নম্বর ব্লকের রামপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢরারকুঠি এলাকায় বক্সিরহাট থানা জোরাই ফাঁড়ির পুলিশ ও আফগানি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সকাল থেকে প্রায় ৩০ বিঘা অবৈধ গাঁজা চাষের জমিতে অভিযান চালানো হয় গাঁজা গাছ কেটে নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং পরে সেগুলিতে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

মানুষকে সঠিক খাবার চেনাতে খাদ্য মেলার আয়োজন

বিষ্ণুপুর রোগ মুক্ত শরীর গড়তে চন্ডী দৌলতাবাদ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিষ্ণুপুর ~১ শুরু হলো খাদ্য মেলা কেন্দ্রও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মোদি হাসপাতালের পক্ষ থেকে সুষম খাদ্য মেলা আয়োজেন করা হয়েছিল আজ।জেলার এই প্রথম খাদ্য মেলা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা উৎসবের মধ্যে দিয়ে এই মেলা সূচনা হয় ।ফুড কমিশনার সহ সি এম ও এইচ এবং বিধায়ক থেকে ব্লক সভাপতি নেতৃত্বর উপস্থিত ছিলেন। এই মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকেও তার প্রকৃত আহারের প্রয়োজন সুস্থ থাকার জন্য । সেই সকল আহার গ্রহন করলে সাধারণ মানুষ সুগার প্রেসার ক্যান্সার মত মর্মান্তিক রোগ থেকে ভালো থাকতে পারেন ।সেই সকল খাদ্য বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে মেলায় প্রদর্শন করেন।মানুষকে প্রচারের আলোয় আনতে চান মানুষকে সচেতন করার জন্য মূলত ফাস্টফুড বর্জন করার পাশাপাশি এই সকল খাদ্য গ্রহণ করলে মানুষ পুরোপুরি সুস্থ থাকতে পারবে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। খাদ্য মেলায় অংশগ্রহণকারীদের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার তুলে দেন এই অনুষ্ঠানটি সকাল ন'টা থেকে বৈকাল চারটে পর্যন্ত চলে।

এস এল এস টি চাকরিপ্রার্থীদের আজ অভিনব বিক্ষোভ কর্মসূচি হাজার তম দিন পূর্তিতে মাথার চুল কেটে ফেললেন এস এল এস টি চাকরিপ্রার্থীরা

কলকাতা এস এল এস টি চাকরিপ্রার্থীদের আজ অভিনব বিক্ষোভ কর্মসূচি হাজার তম দিন পূর্তিতে মাথার চুল কেটে ফেললেন এস এল এস টি চাকরিপ্রার্থীরা নবম দশম এবং একাদশ দ্বাদশ তরের অল মেরিট লিস্টের চাকরিপ্রার্থীদের আজ এক হাজার তম দিন পূর্তি হল এবং এই ১০০০ তম দিন পূর্তির সাথে ওনারা এক আধুনিক ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন। এই কর্মসূচিতে এক মহিলার চাকরিপ্রার্থী তিনি নিজের চুল কেটে এই বিপক্ষ কর্মসূচিতে এক নতুন রূপ দিলেন এবং সেই সাথে এস এল

NJP এর রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে প্রায় ১১ কোটি টাকার হাতির দাঁত সহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

শিলিগুড়ি। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি গতকাল নিউ জলপাইগুড়ি রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে প্রায় ১১ কোটি টাকা মূল্যের হাতির দাঁত সহ দুজনকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা। ধৃত দুজনই আসামের নগাও জেলার বাসিন্দ। নাম সোলেমান খা, বয়স ২৮ এবং রতন গোয়ালা , বয়স ৩৫ । নিষিদ্ধ হাতির দাঁত এর ওজন সাত কিলো তিনশ কুড়ি গ্রাম । যার বাজার মূল্য দশ কোটি আটানব্বই লক্ষ টাকা । পাচার হওয়া এই নিষিদ্ধ হাতির দাঁত উত্তরপ্রদেশের বারানসি হয়ে নেপালের উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল বলে জানা গেছে। ধৃত দু'জনকেই রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় শিলিগুড়ি আদালত।

কর্মীর অভাবে বন্ধের মুখে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ রেশম নার্সারি

মালদা ঃ মালদা জেলার আম জগত্বিখ্যাত। ঠিক সেই রকমই সেই তালিকায় যুক্ত মালদার রেশম শিল্প। একদিকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রেশম শিল্প বাঁচাতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ, আধুনিক সুতো কাটার মেশিন প্রদান করা হচ্ছে রেশম শিল্পীদের। কিন্তু অন্যদিকে কর্মীর অভাবে বন্ধের মুখে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ রেশম নার্সারি। মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের পিঁয়াস বাড়ি এলাকায় রয়েছে এই রেশম নার্সারি। এখান থেকে কৃষকদের তুঁত গাছের চারা, রেশম পোকার গুটি প্রদান করা হয়। সরকারি উদ্যোগে তৈরি এই নার্সারি। একসময় এই নার্সারি থেকে গোটা পশ্চিমবঙ্গে রেশম চাষের জন্য তুঁত গাছ, রেশম পোকা দেওয়া হত কৃষকদের। একসময় এখানে কর্মী সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন। কিন্তু বর্তমানে সেই সংখ্যা ১০ থেকে ১২ জন নেমে এসেছে। আগে এই নার্সারি থেকে ১০ থেকে ১২ হাজার টন গাছের চারা প্রদান করা হতো কৃষকদের। কিন্তু বর্তমানে কর্মীর অভাবে মাত্র ১০০ থেকে ২০০ টন গাছের চারা প্রদান করা হচ্ছে। ভগ্ন দশায় পড়ে রয়েছে গোটা নার্সারি চত্বর। ১৯০ বিঘা জমির উপর তৈরি বিশাল এই নার্সারি এখন আগাছায় ভরপুর। তেমন আর নার্সারিতে উৎপাদন হয় না পলু পোকা থেকে রেশম চারা। সরকারি কোনো উদ্যোগও নেই বলে দাবি স্থানীয়দের। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, নার্সারীর বিভিন্ন সামগ্রী ভবন। যদিও প্রশাসনের উদ্যোগে নতুন করে এই নার্সারীর উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান ওই নার্সারীর সুপারেনডেন্ট ডঃ মনিশংকর ঘোষ । পোলু পোকা থেকে শুরু করে তার সঙ্গে চারা আরো বেশি করে আবারো উৎপাদন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে নতুন এই উদ্যোগের ফলে। জেলার এই নার্সারিতে উন্নত মানের পোলু পোকা ও চারা গাছ উৎপাদন হলে জেলার রেশম চাষিরা অনেকটাই লাভবান হবেন। অন্যদিকে এই বিষয়ে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানান, আমের পাশাপাশি রেশম শিল্পের জন্য পরিচিত মালদা। রেশম শিল্পকে বাঁচাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ওই রেশম নার্সারিতে কর্মী নিযোগে করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

স্বাস্থ্যই সম্পদ বার্তা বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটির

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটি পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যই সম্পদএই বার্তাকে সামনে রেখে রবিবার সকালে এক যোগ চর্চার প্রাথমিক পর্যায়ের শারীরিক চর্চা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জলপাইগুড়ি বিবেকানন্দ যোগা সোসাইটির প্রশিক্ষক শ্রী বিমল কুমার দাস মহাশয়,সঙ্গে অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

সাইবেরিয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছলো একজোড়া সাইবেরিয়ান বাঘ

কলকাতা। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে এম্বুলেন্সে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হল দার্জিলিং চিড়িয়াখানাতে । শনিবার রাতে এমিরেটস এর বিমানে কলকাতা এলো একজোড়া সাইবেরিয়ান বাঘ । এর মধ্যে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা বাঘ রয়েছ । মূলত এক্সচেঞ্জ পদ্ধতিতেই এই বাঘ দুটিকে নিয়ে আসা হল এখান । পরিবর্তে ভারত থেকে দুটি লাল পান্ডা পাঠানো হয়েছে সাইবেরিয়াত । কাঠের বাক্সের মধ্যে করে নিয়ে আসা হয় এই দুটি বাঘকে । কলকাতা বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিল বন্যপ্রাণী নিয়ে যাওয়ার অ্যাম্বুলেন্ । এই এম্বুলেন্সে করেই বাঘ দুটি কে নিয়ে কলকাতা থেকে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হয়েছে ।

হিরণ আদনির বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি কল্যাণের

কলকাতা ঃ উনিতো রোজ অনেক কিছু দাবী করেন, প্রাইম মিনিস্টারের পদত্যাগ ও দাবি করেন, লোকসভার বিভিন্ন অভিযোগ দেখার জন্য লোকসভার বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। প্রিভিলেজ কমিটি রয়েছে আমি তার সদস্য, লোকসভার সদস্যদের কোন অভিযোগ থাকলে তারা সেই কমিটিকে জানায়। খতিয়ে দেখা হয় ডাকা হয় সাক্ষী নেওয়া হয়। তারা যদি কিছু করে কমপ্লেন করেন তার জন্য এথিক্স কমিটি আছে। এথিক্স কমিটি সব কিছু বিচার করেছে সবার সাক্ষী নিয়েছে, মহুয়া মৈত্র বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে ডেকে তিনবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে উনি কথা বলেননি ওয়াক আউট করেছেন। সংসদের রীতিনীতি এবং আইন অনুযায়ী সমস্ত প্রক্রিয়া হয়েছে সেখানে প্রস্তাব হয়েছে, তারপরে ভোট হয়। সেই প্রস্তাবে আলোচনা হয়েছে তারপরে সেখানে সমাধান হয়েছে। যেটা হয়েছে নিয়ম মেনে হয়েছে সুতরাং যারা চেঁচামেচি করছেন তারা অন্যায়ের পক্ষে চোরের পক্ষে দুর্নীতির পক্ষে কথা বলছেন।লোকসভা ভোটের তিন মাস আগেই বহিস্কার মহুয়া মৈত্র। তাতে কি হাত শক্ত হলো তৃণমূলের। মুখ্যমন্ত্রী ও ইঙ্গিত পূর্ণ মন্তব্য করেছেন ওনাকে ফের প্রার্থী করা হবে।এছাড়া তো ওনার কাছে লোকই নেই। উনি আজ পর্যন্ত পার্টি থেকে বহিস্কার করেছেন মানিক বাবুকে কেষ্ট বাবুকে পার্থ বাবুকে কোনোমতে করেছেন। জ্যোতিপ্রিয় কে করতে পারবেন করতে পারবেন না। এছাড়া ঠকবাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি জানেন তিনি অন্যায় করেছেন কেন ১৫ দিন ২০ দিন পর উনি কথা বললেন। কেন পার্টি প্রথম থেকে সঙ্গে থাকেনি যদি বিশ্বাস আছে তার সংসদ দের উপরে। উনি জানেন যে অনৈতিক কাজ হয়েছে। সব থেকে বড় সমস্যা হয়েছে কংগ্রেসের মায়ের যে মাসির দরদ বেশি। মমতা ব্যানার্জির চা না কষ্ট হয়েছে অধিক চৌধুরীর তার বেশি কষ্ট হয়েছে। কারণ তাদের এখন মরার বাঁচার প্রশ্ন। তিনটে রাজ্যে হারার পরে চিৎ হয়ে গেছে এখন মহুয়া মৈত্র কে ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গণেশ এবং গাধা দুটোকেই বিসর্জন দেবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন লজ্জার দিন গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে বিজেপি, ৪৯৫ পাতার রিপোর্ট আধ ঘন্টায় শেষ,এবং খারিজ বলতে দেওয়া হয়নি মহুয়া মৈত্র কে।আমরাও বলেছি এটা সবথেকে লজ্জার দিন। উনারা কথায় কথায় মহিলা বলছেন ছুরিচামারি করুন ধরা পড়লে কি মহিলা হয়ে যাবেন সংখ্যালঘু বা তপশিলি উপজাতি হয়ে যাবেন। চোর তো চোরই আছে একজন জনপ্রতিনিধি ৩০~৩৫ লাখ লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন পার্লামেন্টে তার ব্যবহার আচরণ কথাবার্তা জীবনচরিত্র কি হওয়া উচিত সেটা উদাহরণ হওয়া উচিত। আমাদের কাছে অত্যন্ত লজ্জার বাংলার একজন মহিলা সদস্য চুরির দায় তার সদস্যপথ খারিজ হয়েছে। পশ্চিম বাংলার মানুষ কি চোর নাকি। এই চিত্র কি সারা ভারত বর্ষে যাবে নাকি। মহিলা মানে কি চোর হবে নাকি? যা ইচ্ছা করার অধিকার থাকবে। যা ইচ্ছা বলবেন যাকে আর তার পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন আপনারা আপনাদের লজ্জা করে না।হুয়া মৈত্র ইস্যু নিয়ে দিল্লিতে সড়ব হতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লিতে আঃেদালনের প্রস্তুতি তৃণমূলের।না উনি কি করতে পারবেন তার লোক নাই দাম নাই খালি ফোকলা আওয়াজ দিচ্ছেন উনি। উনি উত্তরবঙ্গ কে নাচানাচি করছেন এখানে বাংলার মানুষ মরে ভূত হয়ে যাচ্ছে মায়ের কোল খালি হয়ে যাচ্ছে ঝড় বৃষ্টিতে পৌঁছে যাচ্ছে হাহাকার করছে কৃষকরা সোনার কেউ নেই। নিজের চোর নেতাদের বাঁচাতে ব্যস্ত আর নিজেদের চোর নেতাদের বাঁচাতে ব্যস্ত সরে গেছে তাই ভিত বাঁচানোর চেষ্টা করছে। পাহাড়ের মানুষের জীবন আট বছর ধরে ধ্বংস করে দিয়েছেন। পাহাড়কে শ্মশানে পরিণত করেছেন। কোন চিন্তা নেই ওনার ওনার ভোটের চিন্তা আর চোর নেতাদের চিন্তা।গিরিরাজ সিংহের মন্তব্যে জোরালো হবে তৃণমূলের প্রতিবাদ কি প্রতিবাদ হবে আপনি এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে রাস্তায় নাচবেন সেটা যদি কেউ বলেছেন হিম্মত আছে গিরিরাজ সিংয়ের। বাংলার কেউ বলতে পারবে মুখ্যমন্ত্রীর কাজ কি না নাচা ওদের সঙ্গে। খেতে পারছে না চা বাগানের লোকেরা রেশন পাচ্ছে না তাদের জমির পাটটা দেওয়ার কথা ছিল, কেন্দ্র সরকার বাড়ি বানিয়ে দিত শ্রমিকদের ৩ প্রজন্ম ঐখানে আছে। কিছুই নেই ওনাদের কাছে। একসময় চা বাগানে চাকরি করতো এখন ছেড়ে চলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন এই অবস্থা হয়েছেন আর তিনি নেচে বেড়াচ্ছে।এসএসকেএম হাসপাতালে কালীঘাট কাকু আই সি ইউ তে শিশুর বেডে ভর্তি। ইডির অ্যাম্বুলেন্স এসো ফিরে গেল খালি হাতেই। আগামী সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হতে চলেছে ইডি।আদালত কোটকাচারি চক্কর তো চলবেই , এইভাবে চোরেদের বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে। এই কোড ওই কোড এই বেঞ্চ ওই বেঞ্চ হসপিটাল এর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন আমার মনে হয় এখন সুজয় ভদ্রের মধ্যে এই তৃণমূল পার্টির প্রাণ ভোমরা লুকিয়ে আছে। এখন তৃণমূল মোটামুটি সেই দৈত্য সুজয় ভাদ্র মুখ খুললে ভাইপো ভেতরে যাবে। তাই তাকে যেকোনোভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এ যোগদান শিবির

রাজারহাট ঃ নিউটনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি এবং রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর করের হাত ধরে চিনারপার্ক ১২ নাম্বার ওয়ার্ডের পৌরমাতা মমতা মন্ডল এবং আজিজুল হোসেন মন্ডল তৃণমূলে যোগ দিলো। মমতা মন্ডল এবং আজিজুল হোসেন মন্ডল নির্দলে ছিলেন, ৮ ডিসেম্বর বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জির হাত ধরে তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে উচ্ছাসে সবাই আনন্দিত।

আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে আয়োজিত সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে এলেন মুখ্যমন্ত্রী

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ডে আয়োজিত সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে এলেন মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে আলিপুরদুয়ারে হচ্ছে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান। রবিবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে হচ্ছে এই অনুষ্ঠান। জানা গেছে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এদিন জেলার ৭১টি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী, জেলার ২৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি, এছাড়া চা বাগান শ্রমিকদের জমিনের পাট্টা তুলে দিবেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের ঢল নেমেছে আলিপুরদুয়ারে।

ঘন কুয়াশার চাদরে ঘেরা জবুথুবু গোটা কোচবিহার

কোচবিহার ঃ ঘন কুয়াশার চাদরে ঘেরা গোটা কোচবিহার।সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা রয়েছে কোচবিহার। বেলা বাড়লেও ঘন কুয়াশার কারণে দেখা নাই সূর্যের। ঠান্ডায় জবুথুবু অবস্থা সাধারণ মানুষের। আজ কোচবিহারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে ১৩ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি। বেলা বাড়লেও কাটেনি কুয়াশা। এই শীতের মরশুমে এই প্রথম কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে রবিবার ছুটির আমেজে দিন কাটাচ্ছে সাধারণ মানুষ। কুয়াশার কারণে রাস্তাঘাটে মানুষের ভিডিও রয়েছে অনেকটা কম।

প্রতিটি চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবেমুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি

আলিপুরদুয়ার। প্রতিটি চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউণ্ড ময়দানে আয়োজিত সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান ইতিমধ্যে জমি অধিগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি মিলে এখন তেরো হাজার শ্রমিককে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে । । বাকি শ্রমিকদের শীঘ্র পাট্টা দেওয়া হবে । এছাড়া যাদের পাট্টা দেওয়া হচ্ছে তাদের এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হবে ঘর তৈরির জন্য। আলিপুরদুয়ারে ছয় হাজার চারশো বেশি পাট্টা আজকেই দেওয়া হচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান যেসমস্ত চা বাগান বন্ধ হয়েছে সেই সমস্ত চা বাগানের শ্রমিকদের দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হবে । এছাড়া বন্ধ চা বাগানে পানীয় জল,স্বাস্থ পরিষেবা দেওয়া হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন একশ দিনের কাজের টাকা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের অনেক টাকা কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে। বাংলার মানুষের হকের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান তিনি দীল্লি যাবেন এই বিষয়ে।

গ্যারেজের আলমারিতে ঘাপটি মেরে বসেছিল শেয়াল,খাঁচা বন্দি করল বন দপ্তর

জলপাইগুড়ি ঃশহরের লোকালয়ে শেয়াল, দিকভ্রষ্ট হয়ে শেয়ালটি মোটরসাইকেলের গ্যারেজে আচমকাই ঢুকে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিল আলমারিতে। শনিবার রাতে ধূপগুড়ি শহরের লিচু তলা মোড়ে শেয়াল দেখতে মুহূর্তের মধ্যেই জমে গেল ভিড়।জানা গিয়েছে,এদিন রাতে আচমকাই ওই মোটরসাইকেল গ্যারেজে একটি শেয়াল ঢুকে পড়ে।শেয়াল ঢুকে পড়ার খবর জানতে পেরে দোকান ঘরে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়।খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিনাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের বন কর্মীরা।আলমারির ভিতর থেকে শেয়ালটি বের করে খাঁচা বন্দি করে বিনাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের কর্মীরা।তবে শহরের ব্যস্ততম এলাকায় কিভাবে এলো শিয়ালটি হতবাক সকলে।গ্যারেজ কর্মী প্রশান্ত মন্ডল বলেন, আচমকাই রাস্তা পার হয়ে শেয়ালটি এসে দোকানে ঢুকে পড়ে।এরপর বিনাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের কর্মীরা এসে শেয়ালটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

লোকসভায় গ্যালারি থেকে ঝাঁপিয়ে হলুদ ধোঁয়া ছড়ালো দুই যুবক

নয়া দিল্লি ঃ ভারতে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ লোকসভায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের অষ্টম দিনে দুই আগন্তুক অনুপ্রবেশ করে তাণ্ডব চালিয়েছে। বুধবার লোকসভায় দুই যুবক দর্শক গ্যালারি থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং হলুদ ধোঁয়ার গ্যাস ছড়ায়। এতে আরও দুইজন বাইরে ছিলো। ২২ বছর আগে ঠিক এইদিনেই জঙ্গি আক্রমণ হয়েছিল সংসদভবনে। ২২ বছর পর আবার নিরাপত্তার গাফিলতি স্পষ্ট করে দিয়ে দর্শক গ্যালারি থেকে লোকসভায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই যুবক। একজন স্পিকারের চেয়ারের দিকে দৌড়াতে থাকে। অন্যজন একের পর এক আসন টপকাতে থাকে। তাদের হাতে ধরা ছিল ক্যান। সেই ক্যান থেকে হলুদ ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। তারা স্লোগান দিতে তাকে, 'তানাশাহি নেহি চলেগি'। নিরাপত্তারক্ষীরা আসার আগে দুই সাংসদ আরএলপি'র হনুমান বেনিয়াল এবং বিএসপি'র মালুক নাগর। তারা দুইজনকে ধরে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে তুলে দেয়। তাদের কাছ থেকে লোকসভায় দর্শক গ্যালারিতে ঢোকার দুইটি পাস পাওয়া যায়। দেখা যায়, সেই দুইটি পাসে সই করেছেন বিজেপি'র মাইসুরুর সাংসদ প্রতাপ সিমহা।

লোকসভায় তখন জিরো আওয়ার চলছিল। পশ্চিমবঙ্গের সংসদ খগেন মুর্মু কিছু বলছিলেন। সেসময় দর্শক গ্যালারি থেকে পরপর দুইজন লাফিয়ে লোকসভার ভিতরে পড়ে। লোকসভায় তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী ও অনুপ্রিয়া প্যাটেল ছিলেন। ছিলেন রাহুল গান্ধী, অধীর রঞ্জন চৌধুরী ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। ছুটতে ছুটতে দুই যুবক হাতে ধরা ক্যান থেকে কিছু স্প্রে করতে থাকে। হলুদ রঙের ধোঁয়ায় ভরে যায় লোকসভা। নিরাপত্তারক্ষীরা আসার আগেই দুই যুবককে ধরে ফেলেন সাংসদ হনুমান বেনিয়াল ও মালুক নাগর।

ওই দুই যুবকের নাম হলো সাগর শর্মা ও ডি মনোরঞ্জন। সংসদ ভবন চত্বরেও তাদের দুই সহযোগী ছিল। তারাও ক্যান থেকে কিছু স্প্রে করতে থাকে। সেখানেও হলুদ ধোঁয়া বেরোতে থাকে। ওই দুই জনের নাম নীলম সিং ও অমল শিন্ডে। নীলম হরিয়ানার মেয়ে ও অমল মহারাষ্ট্রের যুবক।

অনেকগুলি নিরাপত্তা বলয় পার হয়ে লোকসভা দর্শক গ্যালারিতে ঢোকা যায়। প্রশ্ন হলো, ওই চারজন কী করে ক্যান নিয়ে এতগুলি নিরাপত্তা বলয় পার হয়ে এলো?

তৃণমূলের লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নিঃসন্দেহে নিরাপত্তায় গাফিলতি ছিল। কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম বলেছেন, ''প্রথম যুবক যখন লোকসভায় লাফিয়ে পড়ে, তখন আমি ভেবেছিলাম, কেউ দর্শক গ্যালারি থেকে পড়ে গিয়েছেন। পরে যখন দ্বিতীয় জনকে দেখলাম, তখন বুঝলাম, নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হয়েছে।''

তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''যে সাংসদের সুপারিশে এরা সংসদে ঢুকতে পেরেছিল, তাকে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করছে না পুলিশ? তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক।'' কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানিয়েছেন, ''লগ ইন ও পাসওয়ার্ড শেয়ার করেছিলেন বলে মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিস্কার করা হলো। লোকসভায় এই কাণ্ড মানে তো গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। তাহলে এখানে কেন বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে না?''

শীতে ভুট্টা কেন খাবেন

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় শস্যগুলির মধ্যে একটি হল ভুট্টা। বিভিন্ন ধরনের ভুট্টা পাওয়া যায়। এটি খেতে যেমন সুস্বাদু তেমনি পুষ্টিগুণেও ভরপুর। আজকাল প্রায় সারা বছরই ভুট্টা পাওয়া যায়। তবে শীতকালে ভুট্টা খাওয়ার মজাই আলাদা। বিশেষ করে কয়লার আগুনে শেঁকা ভুট্টা খেতে বেশ লাগে।

হজমে উপকারী

ভুট্টাতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে যা হজমের জন্য অত্যান্ত উপকারী। এটি পরিপাকতন্ত্রের জন্য উপকারী। যাদের কোষ্ঠ্যকাঠিন্য রয়েছে তাদের জন্য ভুট্টা একটি উপকারী খাবার। পেটের সমস্যা সমাধানেও এটি উপকারী।

হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী

ভুট্টা হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী। এটি হৃৎপিণ্ডকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। ভুট্টায় থাকা দ্রবণীয় ফাইবার কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

রক্তে যদি শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে তা কমানোর জন্য ভুট্টা খুবই উপকারী। টাইপ২ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভুট্টা খুবই উপকারী বলেও দাবি করেছেন গবেষকরা। ফাইবার, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টা ডায়াবেটিসের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

ভুট্টায় উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়া ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ভূমিকা রাখে। ভুট্টায় ক্যারোটিনয়েডও রয়েছে, যার ক্যান্সার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

চোখের জন্য উপকারী

ভুট্টায় প্রচুর পরিমাণে লুটেইন এবং জেক্সানথিন থাকে। এই দুটি ক্যারোটিনয়েডই চোখের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি উপাদান চোখকে বয়সসম্পর্কিত ম্যাকুলার ডিজেনারেশন থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে, যা বয়স্কদের মধ্যে অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ।

ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে

ভুট্টা ভিটামিন সি এর একটি ভালো উৎস। এটি ইমিউন সিস্টেমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন সি শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে এবং ক্ষত সারাতে সাহায্য করে।

কোন খাবারের সঙ্গে পেঁপে খাওয়া ঠিক নয়

পেঁপে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, প্রোটিন, ফাইবার এবং কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ এই ফল নানা রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে। নিয়মিত পেঁপে খেলে শরীর টক্সিনমুক্ত রাখে, হজমের সমস্যা কমায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পেটের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এ কারণে চিকিৎসকরা নিয়মিত পেঁপে খাওয়ার কথা বলেন। তবে পেঁপে স্বাস্থ্যকর হলেও, খাওয়ার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এমন কয়েকটি খাবার রয়েছে, যেগুলি পেঁপের সঙ্গে খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। যেমন

১.পেঁপে খাওয়ার পরই নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ খেলে শরীরে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে রক্ত পাতলা করার ওষুধ বা ব্লাড থিনারের সঙ্গে পেঁপে খেলে মারাত্মক শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। পেঁপেতে থাকা ভিটামিন কে, এই সব ওষুধের কার্যকারিতায় বাধা দিতে পারে।

২. প্রোটিন শরীরের একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান। শারীরিক সমস্ত কার্যকলাপ ঠিক রাখতে শরীরে পর্যাপ্ত প্রোটিনের প্রয়োজন। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি দেখা দিলে শারীরিক অসুস্থতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে নিয়মিত প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া খুব জরুরি। কিন্তু পেঁপের সঙ্গে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়। এতে পেটের গোলমাল, হজমের সমস্যা হতে পারে। বিশেষ করে পেঁপের সঙ্গে মাংস, ডিম এ ধরনের উচ্চ প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়াই উচিত নয়।

৩. দইয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিগুণ রয়েছে। নিয়মিত টক দই খেলে হাড় মজবুত হয়, হাড় ক্ষয়ে যাওয়া বা অস্টিয়োপোরোসিসের সমস্যা কমতে পারে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এ ছাড়া, দই খেলে হজমশক্তিও বাড়ে। তবে পেঁপের সঙ্গে দই খাওয়া একেবারেই ভালো নয়। শুধু দই নয়, দুগ্ধজাত যে কোনও খাবারই পেঁপের সঙ্গে না খাওয়াই ভালো। এতে বদহজম হতে পারে এবং আরও অনেক শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

৪.পেঁপেতে ফ্যাটের পরিমাণ একেবারেই কম। উচ্চ মাত্রার ফ্যাট সম্পন্ন খাবারের সঙ্গে পেঁপে খেলে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া গ্যাস,পেট ভার হয়ে থাকার মতো নানা অসুবিধা হয়।

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পেলেন যারা

কলকাতা ঃ এক সপ্তাহের চলচ্চিত্র যজ্ঞ শেষে পর্দা নামল। মঙ্গলবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে পর্দা নেমেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৯তম আসরের। সমাপনী আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী অদিতি রাও হায়দারি ও নির্মাতা সুধীর মিশ্র। এছাড়া কলকাতা থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে হাজির হন অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, গৌতম ঘোষ, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, চপল ভাদুড়ী, মমতা শঙ্কর, রাজ চক্রবর্তী প্রমুখ।

এ বছর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অর্থাৎ 'ইনোভেশন ইন মুভিং ইমেজেস' বিভাগে পুরস্কার

পেয়েছে ইজরায়েলের সিনেমা 'চিলড্রেন অব নোবডি'। এটির নির্মাতা এরেজ তাদমোর। একই বিভাগে সেরা নির্মাতার পুরস্কার ওঠে ভেনিজুয়েলার পরিচালক কার্লোস ড্যানিয়েল মালায়ের হাতে। তিনি 'ওয়ান ওয়ে' ছবির জন্য পুরস্কার পান। আন্তর্জাতিক বিভাগে বাংলার নাম রেখেছেন কেবল অঞ্জন দত্ত। তার নির্মিত 'চালচিত্র এখন' পেয়েছে বিশেষ জুরি পুরস্কার।

উৎসবে বাংলা প্যানোরামা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে রাজদীপ পাল ও শর্মিষ্ঠা মাইতি পরিচালিত 'মন পতঙ্গ'। এই বিভাগে বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছে 'অসম্পূর্ণ' নামের একটি ছবি।

এশিয়ান সিলেক্ট তথা নেটপ্যাক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে মায়ানমারের সিনেমা 'ব্রোকেন ড্রিমস'। এটির নির্মাতা নিনফোল্ড মোসাইক। ভারতীয় ভাষার প্রতিযোগিতা বিভাগে সেরা ছবি হয়েছে রজনি বাসুমাতারি নির্মিত 'গড়াই পাখরি'। 'অভনি কি কিসমত' ছবির জন্য সেরা নির্মাতার পুরস্কার পেয়েছেন শনেত অ্যান্থনি। আর বিশেষ জুরি পুরস্কার জুটেছে হাওবাম পবন কুমার নির্মিত ''জোসেফ'স সন'' ছবির ঝুলিতে।

উৎসবে সেরা তথ্যচিত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় রামেন বোরাহ ও শিবানু বোরাহ নির্মিত 'চ্যালেঞ্জ'র নাম। সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্বাচিত হয়েছে কামিল সাইফের 'লাস্ট রিহার্সাল'।

পুরস্কার ঘোষণার আগে সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হয় নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। সমবেত সেই নৃত্যে অংশ নেন টলিউড তারকা নুসরাত জাহান, কৌশানি মুখার্জি, দেবলীনা কুমার, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, রণিতা দাস ও লাভলি মৈত্র।

গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়নে এগিয়ে 'বার্বিওপেনহাইমার'

ক্যালিফোর্নিয়া ঃ বিশ্ব চলচ্চিত্র অঙ্গনের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার গোল্ডেন গ্লোবের ৮১তম আসরের মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়েছে। গত সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলস থেকে মনোনয়ন ঘোষণা দেন সেড্রিক দ্য এন্টারটেইনার ও উলমার ভালডেরামা। এ বছর মনোনয়নে চালকের আসনে মার্গট রবির 'বার্বি' এবং সিলিয়ান মারফির 'ওপেনহাইমার'। সর্বাধিক আট ক্যাটেগরিতে মনোনয়ন পেয়েছে সিনেমা দুটি। এবার সেরা চলচ্চিত্র (মিউজিক্যাল) ক্যাটেগরিতে মনোনয়ন পেয়েছে বার্বি। সঙ্গে রয়েছে এমা স্টোনের পুওর থিংস, আমেরিকান ফিকশনস, হোল্ডভার, মে ডিসেম্বর এবং এয়ার। সেরা চলচ্চিত্র (ড্রামা) ক্যাটেগরিতে মনোনয়ন পেয়েছে 'ওপেনহাইমার'। এ ক্যাটেগরিতে আরও লড়বে কিলারস অব দ্য ফ্লাওয়ার মুন, মায়েস্ট্রো, পাস্ট লাইভস, দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট, অ্যানাটমি অব এ ফল।

সেরা চলচ্চিত্র (বিদেশি ভাষা) ক্যাটেগরিতে মনোনয়ন পেয়েছে অ্যানাটমি অব এ ফল, আইও ক্যাপিটানো, পাস্ট লাইভস, সোসাইটি অব দ্য স্নো এবং দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট। সেরা অভিনেতা (ড্রামা) ক্যাটেগরিতে মনোনয়ন পেয়েছেন সিলিয়ান মারফি, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, ব্র্যাডলি কুপারের মতো অভিনেতা। 'মিউজিক্যালকমেডি' বিভাগে সেরা অভিনেতার মনোনয়ন পেয়েছেন নিকোলাস কেজ, টিমোথি চালামেট, ম্যাট ড্যামন, হোয়াকিন ফিনিক্সের মতো অভিনেতা। সেরা অভিনেত্রী (ড্রামা) বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছেন অ্যানেট বেনিং, লিলি গ্লাডস্টোন, সান্ড্রা হুলারের মতো অভিনেত্রী। 'মিউজিক্যালকমেডি' বিভাগে সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছেন মার্গট রবি, এমা স্টোন, জেনিফার লরেন্সের মতো অভিনেত্রী।

সেরা পরিচালক বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছেন ক্রিস্টোফার নোলান, গ্রেটা গারউইগ, ইয়োর্গস ল্যান্থিমোস, ব্র্যাডলি কুপার, মার্টিন স্করসেজি এবং সেলিন সং। সেরা স্ক্রিনপ্লে বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে বার্বি এবং ওপেনহাইমার চলচ্চিত্র। 'সিনেম্যাটিক অ্যান্ড বক্স অফিস অ্যাচিভমেন্ট' বিভাগেও মনোনয়ন পেয়েছে সিনেমা দুটি। এ ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি ক্যাটেগরিতে মনোনয়নের মাধ্যমে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে যাচ্ছে বার্বি ও ওপেনহাইমারের।

সম্পাদকীয়

গাজা সংকট : পর্দার আড়ালে ভূরাজনৈতিক দাবার ছক

গাজায় সংঘটিত ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের ঘটনাগুলো নিঃসন্দেহে যন্ত্রণাদায়ক। আরব বিশ্বে বিরাজমান অসন্তোষের মধ্যে গাজায় চলমান সংঘাতের বিষয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, যা একটি বিভক্ত জনমতের উদ্রেক করেছে। গাজায় একটি তীব্র সংঘাতে জড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি কেবল হামাসের কারণে নেওয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পেছনে কিছু প্রতিরোধকারী উপদল অথবা কোনো সহযোগী শক্তির ভূমিকা ছিল কিনা। এমন এক অস্থির সময়ে, যখন গোটা অঞ্চলটি একটি সম্ভাব্য বিপর্যয়কর পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়েছিল, তখন এ সিদ্ধান্ত যেন আগুনে ঘি ঢেলে দেয়। এক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুসন্ধানের দাবি রাখে তা হচ্ছে, এ যুদ্ধের পরিণতি কী এবং এ অস্থির পন্থায় কারা লাভবান হবে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে ঘোষিত 'unity of squares' বা স্কোয়ারের ঐক্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ পাচ্ছে, যেমনটি 'প্রতিরোধের অক্ষ' (হামাস, হিজবুল্লাহ, সিরিয়া সরকার, ইয়েমেনের হুথি এবং ইরাক ও সিরিয়ার সশস্ত্র

গোষ্ঠীগুলোর সমন্বয়ে ইরান সমর্থিত নেটওয়ার্ক) দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে দৃশ্যত বিভিন্ন প্রতিরোধ গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত যৌথ অপারেশন পরিচালনার মতো একটি সমন্বিত যুদ্ধক্ষেত্রের কার্যকারিতা নিয়েও সংশয় দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে, গাজার বাইরে নতুন ফ্রন্টগুলোর একটি সুস্পষ্ট নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ করা গেছে। এর পরিবর্তে দক্ষিণ লেবাননে আপাতদৃষ্টিতে সীমিত কিছু সামরিক অভিযানের তথ্য উন্মোচিত হয়েছে, যা লেবাননি প্রতিরোধ থেকে দোষারোপ করার জন্য সাজানো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এই গোপন দৃশ্যটি বন্ধ দরজার পেছনে অপ্রকাশিত চুক্তি সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্রেক করে। এই অনুমানটি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি স্পর্শকাতর বিষয়কে আলোকপাত করে। ট্রাম্প ইরান সম্পর্কিত আগের এক ঘটনা প্রকাশ করে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান গোপনে যোগাযোগ করেছিল, তখন ইরানের প্রতিক্রিয়া কৌশলগতভাবে মুখ বাঁচাতে সীমাবদ্ধ ছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সরকারের মধ্যে যে বিষয়টি ঘটেছিল, একই সম্ভাবনা এখানেও রয়েছে, যা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটি ট্রাম্পের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এবং ইরানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যেখানে সরাসরি সংঘর্ষ ছাড়াই নির্যাতিতদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে জি২০ সম্মেলনের সময় ইন্দোইউরোপীয় করিডরের ঘোষণা 'প্রতিরোধের অক্ষে'র মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। মার্কিন সমর্থন লাভ করা এ করিডর চীনা করিডরকে খানিকটা ম্লান করে শেষ পর্যন্ত আরব উপদ্বীপ, জর্ডান, ইসরাইল এবং ইউরোপকে ছাড়িয়ে ইরান ও সিরিয়াকে যুক্ত করবে। ইরান এবং বাশার আল আসাদের জন্য কৌশলগত করিডরটি উদ্বেগ বাড়িয়েছে। বাশার আল আসাদের বেইজিং সফর চীনা করিডরের প্রতি তার সমর্থন পুনঃনিশ্চিত করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রস্তাবিত ভারতমধ্যপ্রাচ্য করিডর 'প্রতিরোধের অক্ষে'র মধ্যে অসন্তোষকে ইন্ধন দিয়েছে, যাতে প্রকল্পটিকে ব্যাহত করার লক্ষ্যে ইসরাইলের পথকে বাধাগ্রস্ত করা এবং সংকটের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। এ ঘটনাগুলোই ৭ অক্টোবর ইসরাইলের ওপর আক্রমণ চালাতে হামাসকে বাধ্য করেছে, যদিও তা গাজায় অসংখ্য প্রাণের মূল্য দিয়ে। যেহেতু 'প্রতিরোধের অক্ষ' তার লক্ষ্য অর্জন করেছে, তাই 'ইউনিটি অফ স্কোয়ার্সে'র ব্যানারে হামাসের অভিযান তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে প্রতিরোধের অক্ষের অঙ্গীকার অপূর্ণ রেখেছে, আর দুর্দশা বাড়িয়েছে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে ঘোষিত ইউনিটি অফ স্কোয়ার্স সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ পায়, যেমনটি প্রতিরোধের অক্ষ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ

এই তো এক সপ্তাহ আগেও পড়েছিলাম, 'সংকট উত্তরণের শেষ উপায় সংলাপ'। আমি লিখেছিলাম, 'সংকট উত্তরণের শেষ উপায় শুভবুদ্ধির উদয়'। আমি জানি, সংলাপ হলেই সংকট উত্তরণ হয় না। 'মনে যারে চায় রে বন্ধু, দিলে যারে চাই, তারে কি ভুলিতে পারি পরের কথায়।' মনে এক, বাইরে আরেক। জেগে ঘুমানো লোককে তো জাগানো কঠিন।

ড. হাসনান আহমেদ
প্রাবন্ধিক

'খলেরও ছলের অভাব হয় না'। এ কথা দেশীয় রাজনীতির সব দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোনো বড় দল যদি তাদের লাভালাভের কথা বাদ দিয়ে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে কাজ করত, তাহলে এত সংঘাতময় পরিস্থিতিরই উদ্ভব হতো না। আমরা জাতীয় নির্বাচনে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে কোনোভাবে যদি একটা নিজস্ব কূল খুঁজে পেতে চাই, তাহলে ক্ষমতাসীন দল যেদিকে যাচ্ছে, তা ঠিক আছে। কারণ তারা তো নিজের ইচ্ছাকেই শুধু গুরুত্ব দিচ্ছে। আমি তাদের রাজনীতির কৌশলের তারিফ করি। যদি কোনো দল মনে করে, অতশত বুঝি না, যে কোনোভাবে আমাদের আরও পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার লাইসেন্স নবায়ন চাই, তখন তারা যা করছে এর বিকল্প নেই। তখন সংকট সমাধানেরও প্রয়োজন নেই, তাই সংলাপেরও দরকার নেই। সে কথা তারা প্রকাশ্যেও বলছে। সেক্ষেত্রে দেশের পরিস্থিতি কেমন হবে, সচেতন মানুষ মাত্রই তা বোঝেন।

আমাদের পাশের গ্রামের একজন তুতলিয়ে কথা বলত। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করত, কোথায় যাবে গো বাপু শুনি? সে পুপুপু করলেই সবাই বুঝে নিত আর বলত, 'কষ্ট করে আর বলা লাগবে না, তুমি পুটিমারি গ্রামে যেতে চাও, এই তো?' সে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাত। আমরাও মাথা নাড়ি, কিন্তু মতলবটা খুলে বলি না। সবাই বুঝলেও 'মুখে মধু পেটে বিষ' থাকায় অসম্মতি জানাই। এখানেই সমস্যা। আসলে এক যাত্রায় দুই ফল হতে পারে না। কেউ শ্যামও রাখবে, আবার কূলও রাখবে এটা হয় না, হতে পারে না। লালন গেয়েছিলেন, 'হাতের কাছে হয় না খবর, কী দেখতে চাও দিল্লি শহর, সিরাজ সাঁই কয় লালনরে তোর সদাই মনের ঘোর গেল না।' স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের সাধারণ মানুষের মনে দিনে দিনে যে ঘোর লেগেছে, তার গভীরতা অনেক বেশি। এ ঘোর সহজে যাবে না। এ ঘোর রাজনীতিকরা তাদের কর্ম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা অনর্থক দিল্লি কিংবা ওয়াশিংটনকে দোষারোপ করে নিজেদের ধোয়া তুলসীপাতা দাবি করি। এটা অযৌক্তিক। লালন আরও গেয়েছিলেন, 'আপন ঘরের খবর লে না।' আমরা আপন ভুলে পরকে তোষামোদ করে বেড়াই। রাজনীতির উদ্দেশ্যের পথ ভুলে দলীয় গোপন মনবাঞ্ছা পূরণে মত্ত হয়ে পড়ি। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে শুধু দিল্লি, এবার অনেক পরাশক্তিও এদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছে। খুব দুঃখজনক হলেও নিয়মটা হয়ে গেছে এরকম এদেশে ক্ষমতার মসনদে বসতে গেলে জনরায়ের আর প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় পার্শ্ববর্তী শক্তি ও পরাশক্তির আশীর্বাদ। কথাটা আমাদের মনে গেঁথে গেছে। তাই আপনকে বাদ দিয়ে দিল্লি ওয়াশিংটন ঘুরে বেড়াচ্ছি। দিল্লিরও উচিত কোনো নির্দিষ্ট দলকে অন্ধের মতো সাপোর্ট না করে এদেশের মানুষকে ভালোবাসা। তাদের দেশে গণতন্ত্র চাইলে এদেশের গণতন্ত্রে বিশ্বাস করা। তাতে তারা ভালো থাকতে পারবে। আমার এ সোজাসাপটা কথায় আবার খালু বেজার হওয়ার ঢের সম্ভাবনা।

ছোটবেলায় আমরা সবাই পড়েছি কুমির আর শিয়ালের ভাগাভাগির চাষবাসের গল্প। প্রথমবার আলু চাষ করতে গিয়ে শিয়াল কুমিরকে উপরের অংশ দেবে বলে কথা দিয়েছিল, করেছিলও তাই। কুমিরের অসন্তুষ্টি দেখে দ্বিতীয়বার শিয়াল নিচের অংশও দিতে চেয়েছিল। কুমির খুব আশা করে নিচের অংশ নিয়েছিল। দ্বিতীয়বার চাষ করেছিল আখ। কুমির যত চেষ্টাই করুক ফসল ঘরে তুলতে, বুদ্ধিটা তো করে শিয়াল। অবস্থাভেদে বুদ্ধি বদলায়। কুমিরের কি শিয়ালের ওপর আস্থা রাখা উচিত? কোনোক্রমেই না। তৃতীয় পক্ষ লাগবেই যা উভয়ের জন্যই ভালো। রাজনীতিতে কেউ কথা রাখে না। দেশ পরিচালনায় অনেক ফারাক। পরিচালনার নীতিতে বেজায় ঘাটতি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে ভরা। এদেশের রাজনীতিকদের দেশের প্রতি কতটা দরদ নিজের কোলে ঝোল টানা, দলবাজি করা, স্বজনপ্রীতি করা এসব সাধারণ মানুষের না বোঝার কথা নয়। দেশের মানুষের জন্যই যদি স্বাধীনতা, তবে স্বাধীনতার কেন আজ এ দশা! এতই যদি করলে, তবে আবার উদ্দেশ্যচ্যুত হওয়া কেন? একটা গানের অন্তরাটা এরকম 'ভুল করে তুই বারে বারে করিস কেন ভুল, ফুলের মালা পরলি যদি ছিঁড়িস কেন ফুল।' বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল যদি যেনতেনভাবে নির্বাচন একটা করেও ফেলে তা হবে আবারও ভুল। দেশের জন্য তা হবে লেজেগোবরে অবস্থা। তা হবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্তমান সময়ের চেয়েও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি ও অশান্তির সূচনা। এজন্য 'পীরিতে মজেছে মন, কীবা মুচি, কীবা ডোম' অন্ধের মতো অনুসরণ না করে সুপথে আসাটাই রাজনৈতিক দলের স্বার্থ হাসিল হোক না হোক, দেশের জন্য ভালো। তাই ক্ষমতাসীন জোট ও বিপক্ষীয় জোটের শুভবুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষের শান্তি ও মুক্তি নেই যার অভাবে সেই একানব্বই সাল থেকে আজ পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে এদেশ ভুগছে। এর মূল যে রাজনৈতিক দলের প্রতি জনসাধারণের আস্থার অভাব, তা বুঝতে আমরা ভুল করি। আমরা খুব গভীরভাবে লক্ষ করছি, ক্ষমতাসীন জোট ও বিপক্ষীয় জোট উভয় জোটেরই লোকজন ক্ষমতার ও স্বার্থ হাসিলের জন্য যারপরনাই মজনুন হয়ে গেছে। কারণ দেশ লুটপাট ও ক্ষমতা খাটানোর একমাত্র সুযোগ হয়ে উঠেছে রাজনীতির পেশা ও রাজনৈতিক আনুগত্য। তাই নির্বাচনে জিততে এত আগ্রহ। পদপ্রার্থী হতে প্রতিটি ফরম পেতে গোপনে কত লেনদেন করতে হচ্ছে, আল্লাহ মালুম। পদে গিয়ে এ খরচের অন্তত একশগুণ তো এদেশ থেকেই আদায় করতে হবে, সঙ্গে ক্ষমতা। এ এক রোগেই তো দেশের বারোটা বেজে যাচ্ছে এবং দিন যত এগোচ্ছে, রোগের প্রকোপ তত বাড়ছে। দেশ ধরাশায়ী হয়ে যাচ্ছে।

এদেশের সত্তর ভাগ ভোটার তাদের। সত্তর ভাগের মধ্যে অন্তত দশ ভাগ ভোট দিতে এলেও তো তাদেরই জয়। বাকি ভোটাররা কেন আসেনি, এর একটা সদুত্তর তারা হয়তো প্রস্তুত করে রেখেছে। নিজেদের লোক নিয়ে আসন ভাগাভাগির সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। আসন ভাগাভাগি কাদের সঙ্গে করবে, তাও ইতোমধ্যে গোছানো শেষ। ভাত ছিটালে কাকের যেমন অভাব হয় না, ক্ষমতা ও লাভ ছিটালে পদান্বেষী 'খাঁটি বাঙালি' খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ। ক্ষমতাসীন দল সে সুযোগ নিচ্ছে ও ভবিষ্যতে আরও নেবে। সামাজিক অবক্ষয় দেখলে বোঝা যায়, স্বাধীনতার সময় বাঙালির যে একনিষ্ঠতা ও দেশের জন্য ত্যাগ ছিল সে অবস্থান থেকে তারা অকল্পনীয় দূরে স্থান করে নিয়েছে। এগুলো আমাদের দেশ গড়ার ব্যর্থতা। আমরা মানুষ দিয়ে দেশ ভরে ফেলি, কিন্তু মানবসম্পদের স্বল্পতায় ভুগী। আমাদের দেশের ভোগবাদী সমাজও আমার এসব কথায় পাত্তা দেয় না। রাজনীতি এদেশে এখন আর কোনো 'নীতি' নয় নয় দেশসেবা, সমাজসেবা। সত্য হচ্ছে, বর্তমান যুগে রাজনীতি একটা যৌথ প্রচেষ্টা, কৌশল, লাভজনক মিথ্যা বলা এবং টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ব্যবসা। কোনো দলই এ কথাটা বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারবে না। প্রতিদিনের পত্রিকা দেখলে আর চোখকান খোলা রেখে পথ চললে প্রমাণের অভাব হবে না। এদেশে নীতিআদর্শের রাজনীতি করতে হলে, দেশ গড়ার ইচ্ছে থাকলে মানুষ মঙ্গলগ্রহ থেকে আনতে হবে অথবা বসবাসরত মানুষদের আগে শিক্ষা ও পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে হতে হবে শিক্ষা সংগঠন। এর কোনো বিকল্প তো আমি দেখি না। তাছাড়া ভোঁদরকে মাছ পাহারা দিতে দিয়ে কোনো ভালো ফল পাওয়া যাবে না, যাকে আমরা অরণ্যে রোদন বলি।

আমরা কোনো কলকারখানা, পুরোনো দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, কোনো সিস্টেম বারবার খারাপ হতে থাকলে, আশানুরূপভাবে কাজে লাগাতে না পারলে এর রিনোভেশনকে (নবরূপদান) উপযুক্ত সমাধান বলে ভাবি। ভালো ও মনমতো ফল দেয় না বলেই এগুলো করি। এদেশের যথাযোগ্য ব্যক্তিদের মাথায় কখনো 'পলিটিক্যাল রিনোভেশনের' কথা এলে আমাকে খোঁজ দিতে ভুলবেন না। আমি এ শেষ বয়সেও হতে চাই অগ্রপথিক। এদেশে এর কোনো বিকল্প নেই। এদেশে নীতিহীন, প্রতারক, আত্মপ্রবঞ্চক, সুযোগসন্ধানীদের পোয়াবারো। যত অসুবিধা সাধারণ ছাপোষা সাধারণ মানুষ নিয়ে। তারা অনন্যোপায়, নিুআয়ের মানুষ। যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। ভাত জোটাতেই গলদঘর্ম বিদেশে টাকা পাচার করবে কীভাবে? রাজনৈতিক অনৈক্য, হানাহানি, মারামারি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, প্রতি পদে প্রতারণা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। আর কত!

আশির দশকে সাগরের বিক্ষুব্ধ জলরাশি, প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড় এদেশের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হেনেছিল। রাতের অন্ধকারে গবাদি পশু, ঘরবাড়ি, মানুষজনকে উড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় যে ফেলেছিল, তার কোনো ইয়ত্তা ছিল না। অনেক পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একটা পরিবারের এক পঞ্চাশোর্ধ্ব বিধবা বাদে সে পরিবারের আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। পরদিন সকালে অগণিত মৃত গবাদি পশু ও লাশ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে ভেসে কিনারে আসছে। সেই পঞ্চাশোর্ধ্ব বিধবা সাগর কূলে হাঁটু জলেতে নেমে দুহাত একবার জলেতে খাবি খাচ্ছে আর একবার নিজের বুক চাপড়াচ্ছে। বিলাপ ধ্বনিতে অনবরত বলে চলেছে, 'রাইক্ষসী দইরার হানি তুই আঁরে আর কত কান্দাইবি।' এদেশের রাজনীতির কদাকার রূপ দেখলেই অতীতের সেই মহিলার গগনবিদারী বিলাপের ছবি স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। কেউ বলতে পারেন, এ থেকে নিস্তারের উপায় কী?

সাময়িকী

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি

মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নৃশংস নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাড়ে ১২ লাখ রোহিঙ্গার দেখাশোনা করছে। গত ছয় বছরেও মিয়ানমারে নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে হতাশা ক্রমে তীব্র হচ্ছে এর ফলে ক্যাম্পগুলোতে নানা ধরনের

মো. শামসুদ্দীন
প্রাবন্ধিক

নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। অভাব, বেকারত্ব ও হতাশা তাদের অনেককে বিপথে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে তারা নানা ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড ও সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ছে। এসব কোনো কিছুর সঙ্গেই বাংলাদেশের সংশ্লিষ্টতা নেই। বাংলাদেশ এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অবিচলভাবে কাজ করে চলেছে।

রোহিঙ্গাদের মাদক পাচার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিরাপত্তা কর্মকর্তাও নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশ সফলতার সঙ্গে রোহিঙ্গা সমস্যার কথা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে জানাতে পেরেছে এবং এ উদ্যোগ চলমান রেখেছে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে অনেক লেখা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার মূল কারণ এবং টেকসই সমাধান না খুঁজে বাংলাদেশ সরকারের মানবিক কার্যক্রমের প্রশংসা বাদ দিয়ে অনর্থক সমালোচনা করে বাংলাদেশের অবদানকে খাটো করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মানব পাচার, অস্ত্র মাদক চোরাচালান ও সহিংসতায় ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ছে, যা ক্যাম্পের ভেতরে এবং স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও অসন্তোষ সৃষ্টি করছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিভিন্ন সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর চাঁদাবাজি এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বসহ নানা ধরনের অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রত্যাবাসনের পক্ষে সোচ্চার রোহিঙ্গা নেতাদের হত্যা করা হচ্ছে এবং নানা ধরনের হুমকি দিয়ে চাপে রাখা হচ্ছে। দাতাগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের জন্য মাসিক খাদ্য রেশন ১২ ডলার থেকে কমিয়ে ৮ ডলারে নামিয়ে এনেছে, যা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। এ অর্থ ও খাদ্য বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ায় নতুন সংকট তৈরি হয়েছে এবং রোহিঙ্গাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে, উদ্বেগ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। বরাদ্দ কমায় ক্যাম্পে দিন দিন আর্থসামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। অর্থের জন্য নানা ধরনের অপরাধে জড়াচ্ছে রোহিঙ্গারা। ক্যাম্পগুলোতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় শরণার্থীদের মানবিক সেবায় নিয়োজিত দেশি ও আন্তর্জাতিক এনজিওর কর্মকর্তা কর্মচারীরা আতঙ্কে আছে। চলমান মানবিক কার্যক্রম সচল রাখতে ক্যাম্পের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

ক্যাম্পগুলোতে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা), রোহিঙ্গা স্যালভেশন অর্গানাইজেশনের (আরএসও) সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর সদস্যরা রোহিঙ্গাসহ স্থানীয় বাংলাদেশিদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করছে। এরা মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায় না, এদের সহায়তা করতে মিয়ানমার ইয়াবা, মাদক, অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী চোরাচালানের অবারিত সুযোগ করে দিয়েছে। রোহিঙ্গারা যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করতে এবং নিজেদের অধিকারের কথা বলতে না পারে, সেজন্য সুযোগ পেলেই নেতাদের টার্গেট করে হত্যা করা হচ্ছে। এসব সন্ত্রাসী মাদক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে অস্ত্রের মহড়া চালায়। এর ফলে সাধারণ রোহিঙ্গারা আতঙ্কে সময় কাটায়। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ক্যাম্পগুলোতে ১৭ ধরনের অপরাধের বিপরীতে ২ হাজার ৩০৯টি মামলা হয়েছে এবং এতে ৫ হাজার ২২৯ রোহিঙ্গাকে আসামি করা হয়েছে। অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি রোহিঙ্গারা এখন কন্ট্রাক্ট কিলিংয়ের মতো বড় ধরনের অপরাধেও জড়িয়ে পড়ছে। মিয়ানমার থেকে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে অবৈধভাবে মাদক ও ইয়াবা পাচার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। চলমান এ পরিস্থিতি পুরো দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তার হুমকি তৈরি করছে। ক্যাম্পগুলোতে রোহিঙ্গা জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণেও এসব সহিংস ঘটনা ঘটছে। ক্যাম্প এলাকায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭০ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করছে, যা বাংলাদেশের গড় জনসংখ্যার ঘনত্বের ৪০ গুণেরও বেশি।

জানা অজানা

নদী বাঁচাও, জীবন বাঁচাও

সুদেষ্ণা পাল কর যিনি 'নদী বাঁচাও, জীবন বাঁচাও' - এই ভাবনা কে সামনে রেখে মুর্শিদাবাদের আহিরণ ঘাট থেকে ২৯ নভেম্বর, শুরু করেছিলেন গঙ্গাবক্ষে একক কায়াকিং ২০২৩। কোরোনা আর লুকোচুরি, এসো আমরা সবাই জুড়ি, জান বাঁচাতে আগামীকালের, বাঁচাতেই হবে নদীর প্রাণ। - এই স্লোগান কে সামনে রেখে সুদীর্ঘ ৪০০ কিলোমিটার পাড়ি দিলেন মুর্শিদাবাদের আহিরণ ঘাট থেকে কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে। পৌঁছলেন ১২ ডিসেম্বর দুপুরে।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) পানিহাটি শাখার উদ্যোগে এই উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর সকালে পানিহাটি মহোৎসবতলা ঘাটে সুদেষ্ণা পাল কর কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং একটি সভার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন সুদেষ্ণা পাল কর, এ পি ডি আর পানিহাটি শাখার সম্পাদক শুভেন্দু চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য ব্যাক্তিগণ। সবারই মূল বক্তব্য ছিল, নদী দূষণ বন্ধ করতে হবে, নদীগুলোর উপর যত্রতত্র অপরিকল্পিত ভাবে বাঁধ দেওয়া চলবে না, জনসচেতনতা বাড়ুক, নদী হোক প্রাণবন্ত, নদী না বাঁচলে - পরিবেশ না বাঁচলে আমরা কেউই বাঁচবো না - তাই আসুন শপথ নিই, নদী বাঁচাবো আমরা সবাই, পরিবেশ বাঁচাবো - ভবিষৎ প্রজন্মের কাছে অসুস্থ পৃথিবী রেখে যাওয়ার কোনও অধিকার নেই আমাদের।

বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক শাসনের স্বপ্ন কি পূরণ হবে?

লতিফ মণ্ডল

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা 'ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন' গত সেপ্টেম্বরে তাদের 'ওপেন সোসাইটি ব্যারোমিটার ক্যান ডেমোক্রেসি ডেলিভার?' শীর্ষক জরিপ প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার, গণতান্ত্রিক শাসন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশসহ ৩০টি দেশের ৩৬ হাজার ৩৪৪ জনের অংশগ্রহণে উপর্যুক্ত জরিপটি করা হয়েছে। প্রতিটি দেশে গড়ে ১ হাজার ব্যক্তি জরিপে অংশ নেন। জরিপ প্রতিবেদনের মুখবন্ধে ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট মার্ক ম্যালোচ ব্রাউন বলেছেন, 'The reports of democracy's demise are greatly exaggerated. In fact, it has a strong pulse. And the gravest threat it faces is not the rival appeal of authoritarianism but rather the question of whether democratic leaders can deliver for their populations', যার অর্থ দাঁড়ায়, গণতন্ত্রের ক্ষয় নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তা অতিরঞ্জিত। আসলে গণতন্ত্রের শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। গণতন্ত্র বড় যে হুমকিতে রয়েছে, তা কর্তৃত্ববাদের কারণে নয়, বরং রাজনৈতিক নেতারা জনগণকে কতটা দিতে পারছেন, সেটিই বড় বিষয়। জরিপটির ফাইন্ডিংস, বিশেষ করে এতে বাংলাদেশের অবস্থান পর্যালোচনা করাই এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

জরিপটি করা হয়েছে আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, কলম্বিয়া, মিসর, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ঘানা, ভারত, ইতালি, জাপান, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, পোল্যান্ড, রাশিয়া, সৌদি আরব, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলংকা, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, ইউক্রেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের ওপর। জরিপে অংশগ্রহণকারীরা প্রাপ্তবয়স্ক। চলতি বছরের ১৮ মে থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপে গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার, জনগণের চাওয়া, অর্থনীতি, ক্ষমতা ও রাজনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।এখন জরিপের প্রধান ফাইন্ডিংস নিয়ে আলোচনা করা যাক।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার (democracy and human rights) : জরিপে উঠে এসেছে যে, মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ৮৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাস করতে চান। এ সূচকে শীর্ষে রয়েছেন ইথিওপিয়া। দেশটির ৯৬ শতাংশ উত্তরদাতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। প্রায় দুই তৃতীয়াংশ (৬২ শতাংশ) উত্তরদাতা অন্য যে কোনো শাসনব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে বেশি পছন্দ করেন। তবে যুবকদের মধ্যে কর্তৃত্ববাদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ২০ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন, কর্তৃত্ববাদী দেশগুলো 'নাগরিকের চাহিদা' পূরণে বেশি সক্ষম। জরিপে অংশ নেওয়া ৭১ শতাংশ মানুষ মনে করেন, মানবাধিকার হলো মূল্যবোধের প্রতিফলন।

ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার (equity and justice) :জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, তাদের রাজনৈতিক নেতারা জাতীয় পর্যায়ে এসব বিষয়ে কোনো সুফল নিয়ে আসতে সক্ষম নন। জরিপ পরিচালিত হয়েছে এমন ২১টি দেশের অধিকাংশ উত্তরদাতা তাদের দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা মনে করেন, ঋণঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ধনী দেশগুলোর আরও কিছু করা উচিত। উত্তরদাতাদের ৮৪ শতাংশ মনে করেন, ঋণ প্রদানকারী দেশগুলোর উচিত ঋণের ভারে জর্জরিত দেশগুলোকে ঋণ মওকুফ, হ্রাস বা পুনঃতফশিলীকরণের মাধ্যমে সহায়তা করা। ৭৫ শতাংশের মতে, উচ্চ আয়ের দেশগুলোর উচিত তাদের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং ৭১ শতাংশ বিশ্বাস করেন, স্বল্প আয়ের দেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে দিতে উচ্চ আয়ের দেশগুলোর এগিয়ে আসা উচিত।

জনগণের অগ্রাধিকার (people's priorities) : জলবায়ুর পরিবর্তনকে একটি বড় ধরনের উদ্বেগ হিসাবে দেখা হচ্ছে এবং ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, জলবায়ুর পরিবর্তন আগামী বছর তাদের জীবনে কষ্ট বয়ে আনবে। দারিদ্র্য ও বৈষম্যের সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তন বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠকের চিঠি

লটারি জেতার নামে প্রতারনার ফাঁদ

ভানু পেলো লটারি' সিনেমার নাম হয়তো অনেকেরই জানা। বা টিভির পর্দায় হয়তো তা অনেকেই সিনেমাটি দেখেছেন। লটারি জেতার স্বপ্ন সকলেরই থাকে।লটারি জিততে পারলে হয়তো আকাঙ্ক্ষিত অনেক স্বপ্ন পূরণ হবে। কিন্তু সেই লটারি জেতার নামে যদি কোনো প্রতারণা চক্র চলে তবে সেই প্রতারণা চক্রে পা দিলেই সর্বশান্ত হবার একটি বড় আশঙ্কা থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় কারো কারো মোবাইলে এমন ধরনের মেসেজ আসে যেখানে বলা হয় আপনি এতো টাকা জিতেছেন। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন বাবদ এতো টাকা ডিপোজিট করলেই আপনার লটারি জেতার টাকাটি সরাসরি আপনার ব্যাঙ্ক আক্যাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে।সেক্ষেত্রে অনেকে লটারি জেতার আনন্দে রেজিস্ট্রেশন ফিও জমা করেন সাথে সাথে আর নিজের ব্যাঙ্ক আক্যাউন্ট ডিটেল্সও দিয়ে দেন।সেক্ষেত্রে প্রতারকদের হাতে অনেকেই প্রতারিত হন। সেক্ষেত্রে লটারি জেতার টাকাটি তো পানই না বরং রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ যে টাকাটি জমা করেছেন সেটিও হাতছাড়া হয়। সেক্ষেত্রে আরও সতর্কতার প্রয়োজন। মনে রাখবেন,আপনার কষ্টার্জিত টাকাটি যেন বিফলে না যায়।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এইচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এবার এপিএস নিতুমনি দাস এবং ঋতুরাজ দলেকে আগামী ১৪ ডিসেম্বর জেরার জন্য সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ এসআইটির

সাংসদ তহবিল কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে এপিএস সুকন্যা বরার বাড়িতে সিএম ভিজিলান্সের তল্লাশি অভিযান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনে নাম উল্লেখ থাকা অনুযায়ী এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত ব্যক্তিদের এক এক করে ডেকে এনে ব্যাপক জেরা অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। দীর্ঘদিন ধরে সংস্থাটি এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে এবার এপিএস নিতুমনি দাস এবং ঋতুরাজ দলেকে আগামী ১৪ ডিসেম্বর জেরার জন্য সিআইডি কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেদিন এই দুজন এপিএস অফিসারকে এসআইটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাছাড়া সাংসদ তহবিল কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে এপিএস সুকন্যা বরার বাড়িতে কয়েক ঘন্টা যাবৎ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে একটি হোন্ডা সিটি গাড়ি এবং বেশ কিছু নথি পত্র জব্দ করেছে সিএম ভিজিলান্স।

প্রসঙ্গত শিলচর থেকে আটক করে নিয়ে এসে এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেপ্তার করে তাকে আদালতে হাজির করিয়েছিল এসআইটি। আদালত নন্দবাবু সিংহের পাশাপাশি নগাঁও এর কর অধিক্ষক হিসাবে কর্মরত থাকা এসিএস ওয়াহিদা বেগমকে দুই দিনের এসআইটি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। গোলাঘাটে কর্মরত এসিএস রাকেশ দাসকে পুনর আদালতে হাজির করানোর পর তাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। তাছাড়া সোমবার মহানগরের সিআইডি ডি কার্যালয়ে করিমগঞ্জ ক্রাইম ব্রাঞ্চে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত এপিএস অমিত রাজ চৌধুরী, এপিএস দীপঙ্কর দত্ত লহকর এবং এসিএস ধীরাজ কুমার জৈনকে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এসআইটি।

এই ধারা অব্যাহত রেখে এবার এপিএস নিতুমনি দাস এবং ঋতুরাজ দলেকে আগামী ১৪ ডিসেম্বর মহানগরের সিআইডি কার্যালয় উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করেছে তদন্ত করে সংস্থাটি। এপিএসসির তৎকালীন অধ্যক্ষ রাকেশ পালের আশীর্বাদ এবং প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহের সহযোগিতার মাধ্যমে অজ্ঞাত কারণে আচমকা এপিএস নিতুমনি দাস এবং ঋতুরাজ দলের পরীক্ষার উত্তর বইয়ের নাম্বার বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে সেটা আদৌ কিভাবে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে সেটা প্রত্যেকে

অনুমান করতে পারলেও আনুষ্ঠানিকভাবে এর মূল কারণ উদঘাটন করার জন্য এসআইটি এই দুইজন এসিএস অফিসারকে আগামী ১৪ ডিসেম্বর জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠিয়েছে। বর্তমান দুই দিনের হেফাজতে থাকা এপিএসসির প্রাক্তন প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নন্দবাবু সিংহকে জেরা করে তদন্তকারী সংস্থাটি এই দুইজনের নাম পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে রাজ্যসভার সংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার সাংসদ তহবিল কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এপিএস সুকন্যা বরার বাড়িতে প্রায় চার ঘন্টা যাবৎ তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিএম ভিজিলান্স। এপিএস সুকন্যা বরাকে সঙ্গে নিয়ে সিএম ভিজিলান্স সেল এর তদন্তকারী অফিসাররা তার মহানগরের গান্ধীবস্তি স্থিত বাসভবনে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালিয়েছেন। এই তল্লাশি অভিযানে এপিএস সুকন্যা বরার বাড়ি থেকে একটি হোন্ডা সিটি গাড়ি এবং বেশ কিছু গোপনীয় বিস্ফোরক নথি পত্র জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে সিএম ভিজিলান্স। সেখান থেকে তদন্তকারী দলটি সুকন্যা বরাকে সঙ্গে নিয়ে মহানগরের ছয়মাইল স্থিত সিন্ডিকেট আরকেডিয়া এ্যাপার্টমেন্টেও তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে তদন্তকারী দলটি। সেখানেও বেশ কিছু সময় ধরে অব্যাহত ছিল সিএম ভিজিলান্সের তল্লাশি অভিযান। উল্লেখ্য এপিএস সুকন্যা বরা কামরূপ মেট্রো জেলার এডিসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেই সময় রাজ্যসভার সংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার সাংসদ তহবিল কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ফলে তিনি সিএম ভিজিলান্সের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত ১৪ জন ব্যক্তির মধ্যে চারজন এপিএস অফিসার রয়েছেন। এর মধ্যে অন্যতম এপিএস সুকন্যা বরা।

টিকিটের প্রত্যাশায় প্রার্থীদের ভিড় রাজীব ভবনে, দুই দিনে ২১ জনের আবেদনপত্র সংগ্রহ

শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সোমায়া কান্তি পুরকায়স্থ এবং করিমগঞ্জের জন্য ডঃ সালাম উদ্দিন চৌধুরীর আবেদন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের জন্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রস্তুতি নয় বরং এবার দলের টিকেট কেন্দ্রিক তৎপরতা শুরু করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। লোকসভা নির্বাচনের জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস ইতিমধ্যে জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী ১১ ডিসেম্বর থেকে টিকিটের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করার দিন ধার্য করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী টিকিটের প্রত্যাশায় রাজীব ভবনে প্রার্থীদের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। শুধুমাত্র দুই দিনেই আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছেন মোট ২১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে রয়েছেন শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সোমায়া কান্তি পুরকায়স্থ এবং করিমগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য ডঃ সালাম উদ্দিন চৌধুরী। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বর্তমানের কোনো সাংসদ এই পর্যন্ত নিজেদের আবেদনপত্র সংগ্রহ করেননি।

একদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চ একসাথে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। অন্যদিকে এরই পাশাপাশি প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীদের থেকে এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে আবেদন পত্র সংগ্রহ করার দিন ধার্য করেছে। ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত দলীয় টিকিটের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করার দিন নির্ধারণ করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এর পরের দিন অর্থাৎ ২০ ডিসেম্বর কংগ্রেসের পিএসসি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তবে এরই মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে আসনের বোঝাপড়া হওয়ার পর যেই লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না সেই কেন্দ্র থেকে আবেদন করা প্রতিজন প্রার্থীর মাশুল ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থীদের আগের থেকেই সবিস্তার জানিয়ে দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। একইভাবে শিলচর লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় টিকিটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন সোমায়া কান্তি পুরকায়স্থ এবং করিমগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য ডঃ সালাম উদ্দিন চৌধুরী।

লোকসভা নির্বাচনের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহের দিন ১১ ডিসেম্বর থেকে ধার্য করার পর দুদিনের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ২১ জন প্রার্থী টিকিটের আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য মিরা বরঠাকুর, রমেন চন্দ্র বরঠাকুর এবং প্রণয় রাভা লোকসভা নির্বাচনের টিকিটের জন্য নিজেদের আবেদন পত্র সংগ্রহ করে প্রত্যেকে জয়ী হওয়ার ঘোষণা করেছেন। একইভাবে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বর্তমান বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুরী, আবু তাহের এবং সোফিয়া খাতুন আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন। বদরুদ্দিন আজমলকে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ৮০ শতাংশ মহিলা ভোট দেন বলে সোফিয়া খাতুন মন্তব্য করেছেন। ফলে তাকে টিকিট দিলে বদরুদ্দিন আজমলদের বিরুদ্ধে তিনি উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবেন বলে মন্তব্য করেছেন সোফিয়া খাতুন।

একইভাবে দরং ওদালগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য রমেন চন্দ্র বরঠাকুর এবং মাধব রাজবংশী লোকসভা নির্বাচনের টিকেটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন। বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন অরুণ তিওয়ারি, দ্বীপ বায়ন, প্রাণজিৎ দাস এবং মঞ্জুশ্রী পাঠক। বর্তমান বরপেটার সাংসদ হিসেবে রয়েছেন কংগ্রেসের আব্দুল খালেক। তবে লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠনের পর বরপেটা কেন্দ্রটি কংগ্রেসের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লক্ষিমপুর লোকসভা কেন্দ্রের টিকেটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন প্রহ্লাদ শারহ এবং রঞ্জিতা পেগু। একইভাবে যোরহাট লোকসভা কেন্দ্রের দলীয় টিকিটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেছেন বনশ্রী গগৈ।

শোনিতপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য বিজেপি সাংসদ পল্লব লোচন দাসকে পরাজিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেসের দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রাণেশ্বর বসুমতারি। তিনি বলেছেন দলীয় টিকিট পেলে পল্লব লোচন দাসকে পরাস্ত করে এবার তার লোকসভা নির্বাচনে জয় নিশ্চিত। তবে শোনিতপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য প্রাণেশ্বর বসুমতারি ছাড়াও দলীয় টিকিটের জন্য আবেদন পত্র সংগ্রহ করেছেন বেণুধর নাথ এবং হেমন্ত কুমার অধিকারী। তবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের আসন বোঝাবুঝিতে শোনিতপুর লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরার জন্য ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বাধ্যবাধকতা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র একই বোঝাপড়ার অন্তর্গত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম প্রার্থী প্রত্যাশী সুস্মিতা দেবকে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের রাজি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কংগ্রেসের বর্তমানের কোনো সাংসদ এই পর্যন্ত নিজেদের আবেদনপত্র সংগ্রহ করেননি। বর্তমান লোকসভা অধিবেশন অব্যাহত থাকার ফলে বর্তমান সাংসদরা নির্বাচনের টিকিটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করেননি বলে অনুমান করা হচ্ছে। কংগ্রেসের বিধায়ক তথা দলের উপসভাপতি জাকির হোসেন শিকদার বলেন ডিব্রুগড় লোকসভা কেন্দ্রে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সম্মিলিত প্রার্থী প্রক্ষেপ করা হবে। আগামী ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত দলের টিকিটের জন্য আবেদনপত্র সংগ্রহ করার চূড়ান্ত দিন ধার্য করা রয়েছে। এর পরের দিন অর্থাৎ ২০ ডিসেম্বর কংগ্রেসের পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেই বৈঠকে প্রার্থীদের টিকেট সংক্রান্তে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। অন্যদিকে প্রাক্তন বিধায়ক তথা দলের কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী বলেন কংগ্রেস যদি তাকে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে এগিয়ে যাবেন। দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

টুকরো খবর

ডিমাহাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের দিন ঘোষণা

নির্বাচন ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি, ১২ জানুয়ারি ভোট গণনা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার মধ্যেই এবার ডিমাহাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন অফিসার ঘোষণা করা অনুযায়ী ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি ডিমাহাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রয়োজন অনুসারে পুনর নির্বাচনের জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে ১০ জানুয়ারি। তাছাড়া ১২ জানুয়ারি নির্বাচনের ভোট গণনা হতে চলেছে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন অতি শীঘ্র ডিমাহাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর কেন্দ্র ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পর প্রার্থী প্রক্ষেপ করা হবে। তাছাড়া বিজেপি এই নির্বাচনে ব্যাপকভাবে সফলতা অর্জন করবে বলে আগাম দাবি করেছিলেন তিনি। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমান অনুযায়ী মঙ্গলবার ডিমাহাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন রাজ্য নির্বাচনী অফিসার। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবন অসম সচিবালয়ের নিজস্ব কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অলক কুমার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া প্রয়োজন অনুসারে পুনর ভোট গণনার জন্য ১০ জানুয়ারির দিন ধার্য করা হয়েছে। তাছাড়া আগামী ১২ জানুয়ারি সকাল ৮ টা থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভোট গণনা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অলক কুমার বলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের জন্য এদিন থেকেই স্থানীয়ভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি বলবৎ করা হয়েছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিল করার চূড়ান্ত তারিখ ২১ ডিসেম্বর সকাল ১১ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত নির্ধারণ করা রয়েছে। তাছাড়া ২২ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে। সেদিনই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার শেষ দিন। তাছাড়া প্রয়োজন অনুসারে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার পর ২২ ডিসেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮ টি কেন্দ্রে একই দিনে ভেলট পেপার এর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কী ব্যর্তা দেবে কপ ২৮?

দুবাই ঃ ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের (১৭৬০) পর থেকেই মূলত পৃথিবীতে কার্বন নিঃসরণ শুরু হয়, যা বাতাসের উষ্ণতা ও বায়ুদূষণের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু গত এক শতকেই পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, জলবায়ুর এ পরিবর্তনের প্রভাব হিসাবে ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বেড়ে যাবে, যদিও সাম্প্রতিক গবেষণায় আশঙ্কা করা হচ্ছে এ উচ্চতা অন্তত ৬২ সেমি. অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এ ধারা অব্যাহত থাকলে একবিংশ শতাব্দী শেষে বিশ্ব থেকে ৪৩ দেশ সমুদ্রপৃষ্ঠে হারিয়ে যাবে! বাংলাদেশেরও একটা উলেখযোগ্য অংশ ডুবে যাবে। অথচ এজন্য যেসব দেশ প্রধানত দায়ী তারা এখনো নির্বিকার। পরিসংখ্যানে জানা যায় যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও রাশিয়া পৃথিবীব্যাপী ৫৫ শতাংশেরও বেশি কার্বন নিঃসরণ করছে। আর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর এতে ভমিকা একেবারেই নগণ্য। বাংলাদেশের ভমিকা এক্ষেত্রে মাত্র ০.৪৭ ভাগেরও কম। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের প্রস্তাব পাশ হলে ১৯৯৫ সালে জার্মানিতে প্রথম সম্মেলন দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে মানুষের উদ্বেগ ও কীভাবে এর প্রতিঘাত থেকে প্রতিকার পাওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এটিই বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন বা কপ (কনফারেন্স অব পার্টিস) নামে অধিক পরিচিত। সেই ধারাবাহিকতায় ৩০ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে শুরু হয়েছে ২৮তম জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (কপ ২৮) যেখানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রসরকারপ্রধানসহ বিভিন্ন পেশার ৭০ হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করছেন। এ মহাসম্মেলনকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের মানুষ অপেক্ষায় আছে জলবায়ুর অভিঘাত থেকে পরিত্রাণ পেতে কী বার্তা আসবে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী অধিক কার্বন নিঃসরণে প্রভাবশালী দেশ তথা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা চীনের রাষ্ট্রসরকারপ্রধান বা শীর্ষস্থানীয় কেউ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন না। জলবায়ু হলো কোন এলাকার ৩০ বছরের গড় তাপমাত্রা। পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন আজ সহজেই দৃশ্যমান যার মধ্যে রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, বন্যা, খরা, দাবানলের মতো প্রতিঘাত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও তার বিরূপ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চলতি বছরের ১০ সেপ্টেম্বর লিবিয়ার দারনা শহরে সংঘটিত বন্যা এ প্রসঙ্গে উলেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাগর অধিক উষ্ণ থাকে বলে সামুদ্রিক ঝড়ের সঙ্গে বেশি বৃষ্টিপাত ঘটে, যার কারণে তীব্র বন্যা হয়ে থাকে। এবার লিবিয়ায় এমনটাই অর্থাৎ অস্বাভাবিক বন্যা হয়েছে ও এর ফলে অন্তত ২০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া কিছু শিরোনামে জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে আমাদের ভাবাচ্ছে যেমন দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল হ্রদ টিটিকাকা ক্রমশই শুকিয়ে যাচ্ছে যা হ্রদের তীরে থাকা ৩০ লাখ মানুষের জীবিকায়নে সংকট সৃষ্টি করছে, বিশ্বব্যাপী এলনিনোর প্রভাবে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছরের আগস্টকে ভারতে ১২৩ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণতম মাস হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, জাপানে জুলাইয়ে হিটস্ট্রোকে ৫৩ জন মারা গেছে, জলবায়ুর প্রভাবে ২০২৫ সালের মধ্যেই থেমে যাবে আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত, অ্যান্টার্কটিকার পৃথিবীর বৃহত্তম বরফখণ্ড গলে ও সরে গিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, আমাজন শুকিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তনের এসব প্রতিঘাত থেকে বাংলাদেশও বাইরে নয়। বাংলাদেশেও কিছু শিরোনাম জলবায়ুর প্রতিঘাত বিষয়ে আমাদের উদগ্রীব করে যেমন তীব্র দাবদাহে কৃষি উৎপাদন ঘাটতি, ঋতুবৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, শীতকাল সংক্ষিপ্ত হয়ে গ্রীষ্মকাল দীর্ঘতর হচ্ছে ও তাপমাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অতিমাত্রায় লবণাক্ততা বাড়ায় কৃষি উৎপাদন কমছে, কোথাও অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছে আবার কোথাও সময়মতো ও পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষিকাজে ব্যাঘাত ঘটছে, ভগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশই নেমে যাচ্ছে, নদী ভাঙনের ফলে নদী পাড়ের মানুষ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত (আইডিপি) যা নগরায়ণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বছর সর্বোচ্চ ৪৩ ডিগ্রি তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে জনজীবন অতিষ্ঠ ও সাধারণ মানষের জীবিকায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। জলবায়ুর এমন পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের ৮৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতির শিকার হয়েছেন। এ শতাব্দী শেষে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১ বা ২ মিটার বাড়লে এ পরিসংখ্যান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাব যায়? ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকল এবং পরে ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কপ ২১ এ ২১০০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ বা সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়ে ১৯৭টি দেশ প্রতিশ্রুতি দেয় যা ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি হিসাবে গণ্য। সে চুক্তিতে আরও প্রতিশ্রুতি ছিল উন্নত দেশগুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করবে। যদিও উন্নত দেশগুলো সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। কপ ২৬ (যুক্তরাজ্য ২০২১) এ কিছু উলেখযোগ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যেমন ১. ২০৩০ সালের মধ্যে বন নিধন বন্ধের জন্য ১১০টি দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং ২। ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস মিথেনের নির্গমন ৩০ ভাগের নিচে রাখতে ৯০টি দেশ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া কার্বন নিঃসরণের অন্যতম মাধ্যম কয়লার ব্যবহার শূন্যে কমিয়ে আনতে কিছু দেশ অঙ্গীকার করেছে, যেমন জার্মানি ২০৪৫ সালের মধ্যে এবং চীন ও রাশিয়া ২০৬০ সালের মধ্যে। ভারত জানিয়েছে তারা ২০৭০ সালের আগে শূন্যে নামিয়ে আনতে পারবে না। আর সর্বশেষ জলবায়ু সম্মেলন অর্থাৎ কপ ২৭ এ (মিশর ২০২২) গুরুত্বপূর্ণ সফলতা ছিল প্রথমবারের মতো একটি লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল গঠনের বিষয়ে একমত হওয়া। এ তহবিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অধিক বিপদাপন্ন অথবা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহযোগিতা করা। যদিও কপ ২৮ শুরু হতে চললেও এ তহবিল গঠনে উলেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি নেই।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে প্রচেষ্টার অন্ত নেই। রয়েছে অনেক প্রতিবাদ ও সচেতনতা জাগানোর উদ্যোগ। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক একটি খবরের কথা উলে-খ করা যায়। মহাসাগরগুলোর সুরক্ষা চেয়ে ৯টি ছোট দ্বীপরাষ্ট্রের নেতারা আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতে মামলা করেছেন। সাগরে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনকে দূষণ হিসাবে বিবেচনা ও তা প্রতিরোধ করার বিষয়েই এ মামলা। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ হলেও এর মধ্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী দেশগুলোর উৎকণ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসে তার সূচনা বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক হুমকি মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। সম্প্রতি অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের এক সমীক্ষায় উলে-খ করা হয় যে, ২০১৬ সালে প্যারিস চুক্তির পরও জীবাশ্ম জ্বালানিতে ৩.২ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে যা জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক ভমিকাই রাখছে। ১৭৬০ সালে সূচনা হওয়া প্রথম শিল্পবিপ্লব অনেক পথ পেরিয়ে আজ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে পৌঁছেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সত্তেঁও শিল্পবিপ্লব থেমে থাকার উপায় নেই, বরং অচিরেই হয়তো আমরা পঞ্চম শিল্পবিপ্লবে পৌঁছাব। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বাঁচতে আমাদের প্রশমন (রিডাকশন) এবং অভিযোজনের (অ্যাডাপটেশন) উদ্যোগ নিতে হবে। প্রশমন পদক্ষেপ হিসাবে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে। এজন্য বিকল্প জ্বালানি যেমন ঃপ্রাকৃতিক গ্যাস, সৌর ও বায়োবিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে আর এক্ষেত্রে উন্নত দেশ এগিয়ে আছে। এছাড়া বিকল্প যানবাহন যেমন সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নত দেশে পরিবেশবান্ধব বাহন হিসাবে বাইসাইকেল ব্যবহার বেড়েছে। ইউরোপের অনেক দেশে সাইকেলের জন্য রাস্তায় আলাদা লেন দেখেছি। আমাদের দেশে আজকাল যেন ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের প্রতিযোগিতা চলছে। অথচ একটি বাস রাস্তায় নামলে অন্তত ২০টি ছোট গাড়ির জ্বালানি তথা কার্বণ নিঃসরণ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। ইউরোপ ও অনেক উন্নত দেশে দেখেছি ব্যক্তিগত গাড়ি থাকা সত্তেঁও তারা বাসে করে যাতায়াত করছেন। কার্বন শোষণের সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হিসাবে সবুজায়ন তথা বৃক্ষরোপণের তো কোনো বিকল্প নেই, যদিও আমাদের দেশে কারণে অকারণে বৃক্ষ নিধন অহরহ চলছে। বাংলাদেশেও কিছু ভালো উদ্যোগ রয়েছে যেমন এনডিসি (ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন্স) আপডেট, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট গঠন, ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল, ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৪০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কপ ২৬-এর মূল আলোচনা (হাই লেভেল সেগমেন্ট), ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (সিভিএফ) ও কমনওয়েলথ উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে প্রভাব সম্পর্কে বলেন যে, প্রায় ৬০ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার সঙ্গে যোগ হয়েছে দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা যারা বন উজাড় ও পরিবেশদূষণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের সামগ্রিক ক্ষতির হিসাবে জিডিপির ২ শতাংশ। তিনি সিভিএফভুক্ত দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অর্থ চাহিদা পূরণের ওপর গুরুত্বারোপসহ কিছু প্রস্তাব রাখেন যেমন সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য চেকসই, সবুজ এবং প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান অর্জন, প্যারিস চুক্তিতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে উন্নত দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক ১০০ মিলিয়ন ডলার সুরক্ষিত রাখা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে হারানো বিভিন্ন পেশাজীবীদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেওয়া, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রিতে সীমিত রাখতে প্রধান নির্গমনকারী দেশগুলোর ওপর চাপ প্রদান, সিভিএফ এবং কমনওয়েলথ সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন চাহিদা বিবেচনা ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে এসব প্রস্তাবনা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং জলবায়ু প্রতিঘাত থেকে উত্তরণ সহযোগিতার কথা বলেন। সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের প্রেসিডেঃট ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো ঢাকা সফরে এসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল থেকে ১০০ কোটি ডলার অনুদান পাবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

শ্রীলঙ্কার নতুন নির্বাচক কমিটিতে থারাঙ্গা মেন্ডিস

কোলম্বো ঃ জাতীয় দলের জন্য নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। সাবেক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান উপুল থারাঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে গঠিত এ কমিটিতে আছেন আরও চার জন অজন্তা মেন্ডিস, ইন্ডিকা ডি সরম, থারাঙ্গা পরানাভিতানা ও দিলরুয়ান পেরেরা। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে নতুন নির্বাচক কমিটি নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করে এসএলসি। এ কমিটিকে দুই বছরের জন্য জাতীয় দল নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়। গতকাল নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত তুলে নেওয়ার কথা জানানোর পর আজ নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণা করা হলো।

সরকারি হস্তক্ষেপে আপাতত আইসিসির নিষেধাজ্ঞায় আছে এসএলসি। তবে নতুন নির্বাচক কমিটিকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী হারিন ফার্নান্ডোই নিয়েছেন বলে এসএলসি জানিয়েছে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের মনোনয়ন বিবেচনায় এনে এ সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন বলেও জানানো হয়।

নতুন নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান থারাঙ্গাই এ পাঁচজন সাবেক ক্রিকেটারের মধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। প্রায় ১৪ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৩১টি টেস্ট ও ২৬টি টি-টোয়েন্টির সঙ্গে বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান খেলেছেন ২৩৫টি ওয়ানডে। ৫০ ওভারের সংস্করণে ১৫টি শতক ও ৩৭টি অর্ধশতক আছে তাঁর।

থারাঙ্গার বাইরে নতুন কমিটির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিলেন অজন্তা মেন্ডিস। 'রহস্য স্পিনার' হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আবির্ভূত হওয়া মেন্ডিস এখনো ম্যাচের হিসাবে দ্রুততম সময়ে (১৯) ৫০টি উইকেটের রেকর্ডের মালিক। ২০০৮ সালে অভিষেকের পর থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেললেও ক্যারিয়ারের পরের ভাগে তেমন আলোচিত ছিলেন না। সাবেক অফ স্পিনার ডি পেরেরা ৪৩ টেস্টের সঙ্গে খেলেছেন ১৩টি ওয়ানডে, সাবেক ব্যাটসম্যান পরানাভিতানা খেলেছেন ৩২টি টেস্ট। এ পাঁচজনের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে কম অনভিজ্ঞ ডি সরম, ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৪টি টেস্টের সঙ্গে তিনি খেলেছিলেন ১৫টি ওয়ানডে। ডি সরম অবশ্য এ মাসেও ৫০ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন, পেরেরা খেলেছেন গত মাসে।

নতুন কমিটির প্রথম কাজ হবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল নির্বাচন। আগামী মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে জিম্বাবুয়ে। আইসিসির নিষেধাজ্ঞায় থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে বাধা নেই শ্রীলঙ্কার।

ক্লাব বিশ্বকাপে বেনজেমার নতুন রেকর্ড, রোনালদোকে ছাড়ানোর অপেক্ষা

প্যারিস ঃ করিম বেনজেমা ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছেন পাঁচবার, সব কটি ট্রফিই রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। এবার একই টুর্নামেন্টে নতুন এক চ্যালেঞ্জের সামনে বেনজেমা। ক্লাব বিশ্বকাপে বেনজেমার এবারের মিশনটা সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদের হয়ে। যেখানে প্রথম ধাপটা ভালোভাবেই পেরিয়ে গেছে সৌদি প্রো লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। প্রথম রাউন্ডে নিউজিল্যান্ডের ক্লাব অকল্যান্ড সিটিকে ৩০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আল ইত্তিহাদ। দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পথে আল ইত্তিহাদের হয়ে গোল করেছেন রোমারিনিও, এনগোলো কান্তে ও করিম বেনজেমা। দ্বিতীয় রাউন্ডে ইত্তিহাদ খেলবে স্বদেশি ক্লাব আল আহলির বিপক্ষে। এই ম্যাচের ৪০ মিনিটে গোল করে নতুন এক মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন বেনজেমা। ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টুর্নামেন্টের ভিন্ন চারটি সংস্করণে গোল করার কীর্তি গড়েছেন ব্যালন ডি'অরজয়ী এই ফুটবলার। যে গোলে মাইলফলক স্পর্শ করেছেন, সেটি এই প্রতিযোগিতায় বেনজেমার পঞ্চম গোল। ১০ ম্যাচ খেলে এই গোলগুলো করেছেন সাবেক এই রিয়াল তারকা। দুটি আলাদা ক্লাবের হয়ে চার সংস্করণে গোলের কীর্তি গড়া বেনজেমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, 'প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে গোল করায় বেনজেমাকে অভিনন্দন। দুর্দান্ত এক খেলোয়াড়ের অবিশ্বাস্য অর্জন। এই সংস্করণের জন্য তোমার জন্য শুভকামনা।' ভিন্ন সংস্করণে গোল করার কীর্তি গড়লেও সামগ্রিকভাবে গোল করায় এখনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পেছনেই আছেন বেনজেমা। সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা রোনালদো এই প্রতিযোগিতায় গোল করেছেন সর্বোচ্চ ৭টি। আর তালিকায় ২ নম্বরে থাকা গ্যারেথ বেল করেছেন ৬ গোল। ৫টি করে গোল করে তৃতীয় স্থানে আছেন বেনজেমা, সেজার ডেলগাডো, লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ। তবে একমাত্র বেনজেমা ছাড়া কেউই এবারের আসরে এ প্রতিযোগিতায় নেই। তাই সামনের ম্যাচগুলোতে ওপরে থাকা রোনালদো ও বেলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে বেনজেমার।

ভিডিও বার্তায় আইসিসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা খাজার

পর্থ ঃ মাঠের খেলার শুরুর আগে হঠাৎই জমে উঠেছে পার্থ টেস্ট। সেটা অবশ্য মাঠে অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান খেলার কারণে নয় বরং আইসিসি ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাজার কারণে। পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনের স্লোগানসংবলিত জুতা পরে খেলতে চেয়েছিলেন খাজা। জুতায় লেখা ছিল 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার, প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান'। তবে পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও আইসিসির বাধায় পার্থ টেস্টে স্লোগানসংবলিত জুতা পরে নামতে পারবেন না তিনি। এই সিদ্ধান্তের পরই একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন খাজা। যেখানে আইসিসির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। ভিডিও বার্তায় খাজা বলেছেন, 'আমি খুব বেশি বলতে চাই না, দরকার নেই। তবে যাঁরা আমার কথায় কোনোভাবে কষ্ট পেয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে প্রশ্ন করতে চাই। স্বাধীনতা কি সবার জন্য নয়? প্রতিটি জীবন কি সমান নয়? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে আপনি কোন জাতি, কোন ধর্মের, কোন সংস্কৃতির তাতে কিছু আসে যায় না। সত্যি কথা বলুন তো, আমি প্রতিটি জীবন সমান বলায় যদি অনেক মানুষ কষ্ট পান, আমাকে ফোন করেন এবং বলেন, সেটাই কি বড় সমস্যা নয়? এই মানুষগুলো অবশ্যই আমি যা লিখেছি, তাতে বিশ্বাস করেন না। সংখ্যাটা অল্প নয়। কত মানুষ এভাবে ভাবেন, শুনলে আশ্চর্য হবেন।'

খাজা আবারও দাবি করেছেন তাঁর লেখাটি রাজনৈতিক ছিল না। খাজার ভাষ্য, 'আমি আমার জুতায় যেটা লিখেছি, সেটা রাজনৈতিক নয়। আমি কোনো পক্ষ নিইনি। আমার কাছে প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সমান। একজন ইহুদি, একজন মুসলিম ও একজন হিন্দু ও অন্য ধর্মের, প্রত্যেকের জীবন আমার কাছে সমান। যাদের কথা বলা অধিকার নেই, আমি তাদের হয়ে কথা বলছি। এটা আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। যখন আমি দেখি হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু মারা যাচ্ছে, ওই জায়গাতে আমি আমার দুটি মেয়েকে কল্পনা করি। কী হতো যদি ওখানে ওরা থাকত?'

খাজা যোগ করেছেন, 'কে কোথায় জন্ম নেবেন, সেটা তো কেউ বেছে নিতে পারেন না। এরপর আমি দেখছি, পুরো বিশ্ব তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আমার মন এটা নিতে পারেনি। আমি এরই মধ্যে এটা অনুভব করছি, যখন আমি বেড়ে উঠেছি আমার জীবন অন্য সবার মতো ছিল না। তবে ভাগ্যক্রমে আমি এমন কোনো দুনিয়ায় বাস করিনি, যেখানে বৈষম্য মানে জীবনমৃত্যু।'

আইসিসির এমন সিদ্ধান্তের বিপক্ষে লড়াই করার ঘোষণা দিয়ে খাজা বলেছেন, 'আইসিসি আমাকে বলেছে, তাদের নিয়ম অনুযায়ী আমি আমার জুতা পরতে পারব না। কারণ, এখানে রাজনৈতিক বিবৃতি আছে। আমি এমনটা বিশ্বাস করি না, এটা মানবিক আবেদন। তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি কিন্তু আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। অনুমোদন নেওয়ার চেষ্টা করব। স্বাধীনতা মানবিক অধিকার।'

এর আগে ম্যাচপূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানিয়েছিলেন দল খাজার পাশে আছে, 'আমার মনে হয়, এটা আমাদের দলের শক্তিশালী দিক যে দলের প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত ও ভাবনা আছে। আজ উজির (খাজা) সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কথা বলেছি। আমি মনে করি না, তার এ নিয়ে কোনো হইচই করার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমরা তার পাশে আছি। আইসিসি তাদের নিয়মের বিষয়টি সামনে এনেছে। যে নিয়ম উজি জানত কি না, তা আমি জানি না। সে খুব হইচই করতেও চায়নি। তার জুতায় লেখা ছিল, প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান, আমার মনে হয়, এটা খুব বেশি বিভেদ সৃষ্টি করে না। মনে হয় না, খুব বেশি মানুষের এ নিয়ে অভিযোগ থাকত।'

বিশ্বের সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শীর্ষ ১০ শহরের তিনটিই কেন কানাডায়?

ভ্যাঙ্কুভার (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভ্যাঙ্কুভার, ক্যালগারি ও টরন্টো - তিনটি শহরই বিশ্বের সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শহর সূচক গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্স ২০২৩-এর শীর্ষ ১০-এ স্থান পেয়েছে, এগুলোর প্রতিটির বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে বিবিসি জানার চেষ্টা করেছে সেখানে কোন বিষয়গুলো জীবনকে মধুর করে তোলে।

যদিও ইউরোপীয় ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গন্তব্যগুলি প্রায়শই বিশ্বের নানা সূচকের শীর্ষে স্থান পায় -যেমন বিশ্বের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর দেশ কিংবা শিশুদের লালনপালনের জন্য সেরা দেশ, ইত্যাদি।

তবে এক্ষেত্রে কানাডা যেন নীরবেই এগিয়ে চলেছে, আর ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট পরিচালিত সাম্প্রতিক গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্স বা সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শহর সূচকে এটি বিশেষভাবে স্পষ্ট।

এতে কানাডার তিনটি শহর শীর্ষ ১০-এ স্থান পেয়েছে, যা অন্য যে কোনও দেশের প্রতিনিধিত্বের চেয়ে বেশি।

শীর্ষ তিনটি কানাডিয়ান শহরগুলির মধ্যে রয়েছে ভ্যাঙ্কুভার (৫ম স্থানে), ক্যালগারি (জেনেভার সাথে ৭তম স্থানে) ও টরন্টো (৯ম স্থানে)। এগুলোর প্রতিটিই স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় নিখুঁত স্কোর পেয়েছে।

ভ্যাঙ্কুভারের বাসিন্দা সামান্থা ফক বলেন, আমাদের প্রগতিশীল রাজনীতি ও সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কানাডাকে বসবাসের জন্য একটি চমৎকার জায়গা করে তুলেছে

আমি এমন একটি দেশে বাস করার কথা কল্পনাও করতে পারি না যেখানে আমাকে একজন ডাক্তার দেখাতে বা আমার সন্তানকে হাসপাতালে নেওয়ার সামর্থ্য নিয়ে চিন্তা করতে হবে, কিংবা যেখানে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।''

গণ পরিবহন ও ট্রানজিট ব্যবস্থায় কানাডার বিনিয়োগে দেশটির বড় শহরগুলিতে চলাচল সহজ করে তোলে। মিজ ফক, যিনি মন্ট্রিয়ল, ক্যালগারি ও টরন্টোতেও বসবাস করেছেন, তিনি ২৪ বছর বয়স পর্যন্ত তার ড্রাইভিং লাইসেন্স পাননি, এবং তার একজন বন্ধু অবশেষে ৫৩ বছর বয়সে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছেন, কারণ তাদের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য গাড়ির প্রয়োজন নেই।

এখানকার বাসিন্দারা যা সবচেয়ে বেশি পছন্দ যেটা করে তা হল দেশের বাইরের সাথে শক্তিশালী সংযোগ। তিনটি (সবচেয়ে বসবাসযোগ্য) শহর - কানাডার অনেকগুলি শহরের মতোই - প্রকৃতির কাছাকাছি অবস্থিত, বলেন মিজ ফক।

টরন্টোতে উপত্যকা প্রণালী ও সমুদ্র সৈকত রয়েছে মন্ট্রিয়ালের মন্ট রয়্যাল ও সারিবদ্ধ গাছের রাস্তা এবং ভ্যাঙ্কুভারে রয়েছে স্ট্যানলি পার্ক, বিশ্বের শহুরে প্রকৃতির অন্যতম সেরা উদাহরণ। তবে বড় শহরগুলির বাইরেও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে, যা বাসিন্দাদের কাছে বন্য প্রকৃতির গুরুত্বকে তুলে ধরে।

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ (স্থলভাগের দিক থেকে) জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তিনটি শহর, যেগুলোর প্রতিটিরই নিজস্ব ও অনন্য আবেদন রয়েছে।

ভ্যাঙ্কুভার

দেশের নৈসর্গিক পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, ভ্যাঙ্কুভার কানাডার সবচেয়ে বাসযোগ্য শহর হিসাবে স্থান করে নিয়েছে সংস্কৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক সাবইনডেক্সে। এখানকার বাসিন্দারা শহরটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোহিত। ভ্যাঙ্কুভারের পাহাড় ও সমুদ্রের অনন্য সংমিশ্রণ এটিকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে, বলেন মিজ ফক, যিনি শহরের অদূরে তার যোগাযোগ সংস্থা পরিচালনা করেন। শহর থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেতে আপনাকে অবশ্যই বাইরে যেতে হবে - বিশেষ করে যখন বৃষ্টি হচ্ছে। এর জন্য একটি সহজ জায়গা হল স্ট্যানলি পার্ক, শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি ৪০৫ হেক্টরের পার্ক যেখানে বহু শতাব্দী পুরানো গাছসহ একটি উপকূলীয় রেইনফরেস্ট রয়েছে, যার মধ্যে 'হলো ট্রি' নামক একটি ৭০০-৮০০ বছর বয়সী লাল সিডার গাছ রয়েছে।

অভিনব রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে মজাদার খাবারের ট্রাক ও কৃষকদের বাজার, আপনার কখনই সুস্বাদু খাবারের অভাব হবে না, বলেন এর বাসিন্দা স্টোলার। শহরটি একটি উদ্যোক্তা ও সহযোগিতামূলক মানসিকতাও গড়ে তোলে বাসিন্দাদের মাঝে। ভ্যাঙ্কুভারের লোকেরা খোলা মনের, বৈচিত্র্যময় এবং শিল্প, প্রযুক্তি বা পরিবেশগত উদ্যোগের জন্য একত্রিত হওয়া পছন্দ করে।

ক্যালগারি

পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আলবার্টার রকি মাউনটেন্স পর্বতমালার কাছে অবস্থিত ক্যালগারি কানাডার অন্য দু'টি শহরকে স্থিতিশীলতার সূচকে (নাগরিক অস্থিরতা ও সরকারি দুর্নীতির একটি পরিমাপ) ছাড়িয়ে গেছে। শহরটির বাসিন্দাদের বর্ণনায়, বড় শহরের সব সুযোগসুবিধাসহ একটি ছোট শহরে থাকার অনুভূতি দেয় ক্যালগারি, যেখানে কানাডার অন্যান্য শহরগুলির তুলনায় জীবনযাত্রার খরচও কম।

কানাডার বড় শহরগুলির একটি হওয়া সত্ত্বেও, ক্যালগারি একটি অনন্য আকর্ষণ বজায় রাখে, যা এখানে বসবাসকারীদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, সম্প্রদায়ভিত্তিক মানসিকতা ও প্রতিবেশীকেন্দ্রিক কৃষকদের বাজার থেকে আসে, বলেন এর বাসিন্দা ভ্রমণ বিষয়ক ব্লগার লোরা পোপ।

রেস্তোরাঁ, সাংস্কৃতিক উৎসব ও চমৎকার নাইটলাইফ কাটানোর ব্যবস্থার কোনও অভাব নেই এখানে। শহরটিও বৈচিত্র্যময় ২৪০টিরও বেশি জাতি ও ১৬৫টি ভাষা চর্চার স্থান ক্যালগারি হচ্ছে কানাডার বৈচিত্র্যময় শহরগুলোর মধ্যে তৃতীয়।

শহরটিতে একটি লাভজনক তেল ও গ্যাস শিল্পের পাশাপাশি বড় একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সহ সাশ্রয়ী মূল্যের জীবনযাত্রা রয়েছে। ক্যালগেরিয়ানদের কাছে অর্থ আছে এবং তারা সেটা ব্যয় করতে ভালোবাসে, বলেন তিন বছর আগে এডমন্টন থেকে এই শহরে চলে আসা যোগাযোগ বিষয়ক পেশায় নিয়োজিত জেসি পি কায়াবো।

ক্যালগারি-ভিত্তিক উপদেষ্টা সংস্থা ক্যাপটিভেট বেনিফিটস-এর মালিক শ্যানন হিউজ বলেন, মানুষ বাইরে যাচ্ছে, রেস্তোরাঁগুলি ব্যস্ত।

কানাডার অনেক স্থানের মতোই প্রকৃতির সহজলভ্যতা ক্যালগারিতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বিস্তৃত পথ ও বাইকওয়ে নেটওয়ার্ক রয়েছে ক্যালগারিতে, যেখানে হাঁটার ও সাইকেল চালনার জন্য ১,০০০ কিলোমিটারের বেশি পথ রয়েছে। এই পথে সাইকেল চালানো আমাকে শহরের কিছু লুকানো রত্ন আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে, দর্শনীয় দৃশ্যগুলি দেখিয়ে আমার প্রতিদিনের চাহিদা পূরণে একটি ডেইলি ডোজ দিয়েছে, বলেন মিজ পোপ।

টরন্টো

কানাডার সবচেয়ে জনবহুল শহর হিসাবে টরন্টো ১,৫০০টিরও বেশি পার্কের সাথে বড় শহরের আবহকে একত্রিত করে যা এখানকার বাসিন্দাদেরকে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। স্থিতিশীলতার র‍্যাংকিংএ নিখুঁত স্কোরসহ টরন্টো একটা নিরাপত্তার বোধ বজায় রাখে যা বাসিন্দাদের হাঁটা, গণ পরিবহন ব্যবহার করা কিংবা সাইকেল চালানোর সময় স্বাচ্ছন্দ্য দেয়।

বিশেষ করে, 'পাথ' বা পথচারীদের জন্য তৈরি ভূগর্ভস্থ হাঁটার পথ কানাডার শীতকে বেশ সহনীয় করে তোলে। আমার অফিস থেকে এয়ারপোর্ট (ট্রেন), খাবারের দোকান, কেনাকাটার জায়গা, এমনকি ডাক্তারের এ্যাপয়েন্টমেন্ট সব কাজ শীতের কাপড় পরা ছাড়াই করা সম্ভব, বলেন টরন্টোর বাসিন্দা হোয়াং আন লে, যিনি পেশায় একজন ব্লগার।

শহরটি বৈচিত্র্যের জন্যও পরিচিত, এর ৫১ শতাংশেরও বেশি বসবাসকারীর জন্ম কানাডার বাইরে। এটি একমাত্র পশ্চিমা শহর যেখানে অশ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘুরাই আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ, বলেন সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান হোস্টওয়ের নির্বাহী প্রধান ও সহপ্রতিষ্ঠাতা মার্কাস রেডার। এখানে প্রচুর সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চার সুযোগ রয়েছে এবং কানাডা আত্তীকরণের চাপ দেয়ার বদলে বহুসংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে। সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্য বিভিন্ন উৎসব, নানারকম রন্ধনপ্রণালী, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নতুন ধারণা ও জীবনযাপনের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করে সম্মানের সঙ্গে সম্প্রদায়গুলোকে সমৃদ্ধ করে।

একটি উদ্যোক্তা মনোভাবও টরন্টোকে প্রভাবিত করে-বড় ব্যবসা (উবার, গুগল ও ফেসবুকের অফিস আছে এখানে) থেকে শুরু করে নুতন স্টার্টআপ পর্যন্ত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, শহরটি উত্তর আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম প্রযুক্তি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

মানুষের কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সাংস্কৃতিক নানা প্রচলন ও চর্চা শিখতে পারাও বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার, বলেন ক্রিড়া বিষয়ক অ্যাপ ক্যাচকর্নারের প্রধান নির্বাহী ও সহপ্রতিষ্ঠাতা জনাথন আজৌরি। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে আপনি এই শহর ছেড়ে না গিয়েও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছেন।

টুকরো খবর

শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলার দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের তাসাটি ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন এক যুবক

আলিপুরদুয়ার ঃ শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলার দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের তাসাটি ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন এক যুবক। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়ায় ওই এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, একটি গাড়ি একজন ২৭বছর বয়সী এক যুবকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। তড়িঘড়ি ওই জখম যুবকে উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। আহত যুবকের নাম অজয় উরাও। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রাতারাতি কোটিপতি এক মাছ বিক্রেতা

মালদা রাতারাতি কোটিপতি এক মাছ বিক্রেতা। মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের সাতটারি গ্রামের নতুন চৌধুরীপাড়ার খাটিয়াকানা এলাকার বাসিন্দা বাবলু চৌধুরী। ডিয়ার লটারী টিকিট কেটে রাতারাতি কোটিপতি হন তিনি। জানা গেছে শুক্রবার ডিয়ার লটারি তে সন্ধ্যা বেলার স্থানীয় এক লটারি দোকানে ৩০ টাকার টিকিট কাটেন বাবলু চৌধূরী। এরপর নাগাল্যান্ড স্টেট লটারি নামক ডিয়ার সরকারী লটারি তে রাত ৮ টার সময় প্রকাশিত হয় ডিয়ার সরকারী লটারির ফলাফল। ফলাফলে নম্বর দেখে টিকিটের নম্বর মিলিয়ে সুনিশ্চিত করেন টিকিট বিক্রেতা তাপস কুমার চৌধুরী এবং টিকিট বিজেতা বাবলু চৌধূরী। রাতারাতি এই খবর চাউর হতেই হইচই ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় জমান এলাকার বাসিন্দারা। খবর জানানো হয় স্থানীয় থানায়। জানা গেছে ওই মাছ বিক্রেতা বাবলু চৌধূরী ভিন রাজ্য বিহারে মাছ বিক্রি করে সংসার চালাতেন। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী, মা এবং কাকা। মধ্যশ্রেণীর পরিবারের দিন আনে খেটে খাওয়া মাছ বিক্রেতা বাবলু চৌধূরী এখন কোটিপতি।

ধুপগুড়ি শহরের কমিউনিটি হল প্রবেশদ্বারে নোংরা আবর্জনা দিয়ে ভর্তি রয়েছে

জলপাইগুড়ি ধুপগুড়ি শহরের কমিউনিটি হল প্রবেশদ্বারে নোংরা আবর্জনা দিয়ে ভর্তি রয়েছে।পাশেই রয়েছে ফুটবল ময়দান তা ঠিক পাশেই রয়েছে ধুপগুড়ি উচ্চতর বিদ্যালয় এমনকি শনিবার মঙ্গলবার করে ধুপগুড়ি হাট বসে। এই হাট বারের মানুষগুলো বেশিরভাগই খোলা ময়দানে প্রসাব করে অসুবিধা হয় স্কুলছাত্রী থেকে শুরু করে শুরু করে সাধারণ মানুষের। এই নোংরা পরিস্কার কারা করবে জেলা পরিষদ ধুপগুড়ি পৌরসভা প্রশ্ন তুলছে সাধারন মানুষ। ব্যবসায়ী মানুষগণ বলছে টাকা দিয়ে কয়েকবার পরিস্কার করেছিল এমনকি কুকুর মোড়ে পড়েছিল সেটাও টাকা দিয়ে পরিস্কার করছে। প্রাক্তন কাউন্সিলর মুনমুন বোস তার নিজের উদ্যোগে বেশ কয়েকবার তিনিও পরিস্কার করেছিলেন। কমিউনিটি হলে দায়িত্বে থাকা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলে দেন কমিউনিটি হলের বাইরে নোংরা হয়েছে আমাদের ভিতরে পরিস্কার রয়েছে এই কথা বলে পাশ কাটিয়ে চলে যান। কবে নোংরা পুরস্কার হবে কবে ধুপগুড়ি পৌরসভা ক্লিন পৌরসভা হবে সেদিকে তাকিয়ে ধুপগুড়িবাসী।

এমপিদের টাকা বেড়েছে হুহু করে, এটা কীভাবে সম্ভব?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামায় সংসদ সদস্যরা তাদের সম্পদের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন সেগুলো দেখে অনেক বিস্মিত হচ্ছেন। হলফনামার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সংসদ সদস্যদের সম্পদ ও নগদ টাকার বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে। এসব প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, গত কয়েক বছরে বহু সংসদ সদস্যের কোটি কোটি নগদ টাকা ও সম্পদের বৃদ্ধি হয়েছে। সংসদ সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা যেমন রয়েছেন তেমনি তাদের জোটের শরীক দলগুলোর নেতারাও রয়েছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, যে দলের সংসদ সদস্য হোন না কেন, সবারই সম্পদ কিংবা নগদ টাকা বেড়েছে। এ ধরনের সম্পদ বৃদ্ধিকে 'অস্বাভাবিক' বলে বর্ণনা করছেন দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তবে সবার ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে সেটি বলা যায় না - একথা উল্লেখ করে মি. জামান বলেন, কারও কারও ক্ষেত্রে সম্পদ বৈধ প্রক্রিয়াতেও হতে পারে। মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে ক্ষমতায় থেকে অর্থ সম্পদের মালিক হওয়া যায় বিশালভাবে। এটা এমন একটা পর্যায় পর্যন্ত হওয়া যায় যেটা সীমাহীন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হয়না, বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. জামান। তিনি বলেন, সম্পদের যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনাসমালোচনা হচ্ছে সেটি বৈধ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর কোন দেশে অর্জন করা সম্ভব নয়।

এতো টাকা বাড়লো কীভাবে?

একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হচ্ছে, ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে ফেনী-২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর স্ত্রী নূরজাহান বেগমের ৪ কোটি ১৩ রাখ টাকার সম্পদ ছিল। ২০১৮ সালে নির্বাচনের আগে তাদের সম্পদের পরিমাণ বেড়ে হয় প্রায় ৩২ কোটি টাকা। এবারের হলফনামায় তাদের সম্পদের সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয়েছে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। নিজাম উদ্দিন হাজারী বিবিসি বাংলাকে বলেন, তিনি তার সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের বিবরণ হলফনামায় তুলে ধরেছেন। আমি কোন কিছু গোপন করি নাই। আমার ফার্নিচার কত টাকার আছে সেটিও তুলে ধরেছি, বলেন মি. হাজারী। তিনি দাবি করেন, তার আয় অবৈধ নয় এবং হলফনামায় যা উল্লেখ করা করা হয়েছে সেগুলোর আয়কর পরিশোধ করা আছে।

সংসদ সদস্য হবার পর থেকে এতো দ্রুত সম্পদের বৃদ্ধি পায় কীভাবে?

এমন প্রশ্নে মি. হাজারী বলেন, আমার ব্যবসা আছে। ব্যবসা থেকে আয় করি। তাছাড়া আমার আগে থেকেই সম্পদ ছিল , আয়ও ছিল। রাজশাহী-২ আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা। তিনি ২০০৮ সাল থেকে এই আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে রয়েছেন। ২০১৮ সালে সংসদ নির্বাচনের আগে তিনি যে হলফনামা জমা দিয়েছিলেন সেখানে দেখানো হয়েছিল তাঁর ব্যাংকে প্রায় ২৬ লাখ টাকা রয়েছে। এবারের হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর ব্যাংকে আছে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকার বেশি। অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে তার ব্যাংকে টাকা বেড়েছে পাঁচগুণ। এতো টাকা বেড়েছে কিভাবে? মি. বাদশা বিবিসি বাংলাকে বলেন, তার আয়ের কিছু সূত্র আছে। তিনি দাবি করেন, সংসদ সদস্য হিসেবে তার 'অস্বাভাবিক' আয়ের সুযোগ নাই। পারিবারিক আয় আছে। নিজের আয় যা আছে সেটা তো পরিচ্ছন্ন। আমরা সংসদ থেকে যা পাই সেগুলো নিয়ম মাফিক সংসদ থেকে ব্যাংকে জমা হয়। সে ব্যাংকের রিপোর্ট ধরেই আমরা হলফনামা দিয়েছি। এছাড়া পুরনো গাড়ি বিক্রি করে কিছু টাকা আয় হয়েছে সেটা ব্যাংকে থাকে। সংসদ সদস্য হওয়ার আগে সম্পদের এতো দ্রুত বৃদ্ধি হতো না। সংসদ সদস্য হবার পরে কীভাবে এতো দ্রুত আয় বৃদ্ধি পায়? আমার পারিবারিক আয়ের সূত্র বেড়েছে। আমাদের পারিবারিক যে সম্পত্তি ছিল, সেখানে বহুতল বিশিষ্ট ইমারত করা হয়েছে, সেখানে ফ্ল্যাট করা হয়েছে এবং সেগুলো ভাড়া দেয়া হয়েছে। সেটা আমাদের পরিবারের যৌথ সম্পত্তি। টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, যে হারে সম্পদ বেড়েছে সেটি বাংলাদেশের বাস্তবতায় কতটা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। খুবই যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে যে এটা কি ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিরা অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন কি না? যেসব তথ্য হলফনামায় দেয়া হয়েছে সেটা কি পর্যাপ্ত নাকি এর বাইরেও অঘোষিত সম্পদ রয়েছে সেটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ড. জামান বলছেন, হলফনামায় দেয়া এসব সম্পদের বিবরণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো কখনো যাচাই করে দেখেনি।

সংসদ সদস্যরা কী সুবিধা পায়?

একজন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু বেতনভাতা পান। এর বাইরে তাদের নিজস্ব পেশা থাকতে পারে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য যেসব সুযোগসুবিধা পান সেগুলো হচ্ছে,

১. সংসদ সদস্যদের মাসিক বেতন ৫৫,০০০ টাকা
২. নির্বাচনী এলাকার ভাতা প্রতিমাসে ১২,৫০০ টাকা
৩. সম্মানী ভাতা প্রতিমাসে ৫,০০০ টাকা
৪. শুল্কমুক্তভাবে গাড়ি আমদানির সুবিধা
৫. মাসিক পরিবহন ভাতা ৭০,০০০ টাকা
৬. নির্বাচনী এলাকায় অফিস খরচের জন্য প্রতিমাসে ১৫,০০০ টাকা
৭. প্রতিমাসে লন্ড্রি ভাতা ১,৫০০ টাকা
৮. মাসিক ক্রোকারিজ, টয়লেট্রিজ কেনার জন্য ভাতা ৬,০০০ টাকা
৯. দেশের অভ্যন্তরে বার্ষিক ভ্রমণ খরচ ১২০,০০০ টাকা
১০. স্বেচ্ছাধীন তহবিল বার্ষিক পাঁচ লাখ টাকা
১১. বাসায় টেলিফোন ভাতা বাবদ প্রতিমাসে ৭,৮০০ টাকা
১২. সংসদ সদস্যদের জন্য সংসদ ভবন এলাকায় এমপি হোস্টেল আছে।

এছাড়া ২০১৫-২০১৯ সাল পর্যন্ত একজন সংসদ সদস্য প্রতিবছর চার কোটি টাকা করে থোক বরাদ্দ পাবেন। এই থোক বরাদ্দের পরিমাণ আগে ছিল দুই কোটি টাকা। থোক বরাদ্দের টাকা একজন সংসদ সদস্য তাঁর নিজের পছন্দ মতো উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ করতে পারেন। তিনি কোন প্রকল্পে এ টাকা খরচ করবেন সেটি সম্পূর্ণ তাঁর এখতিয়ার। এছাড়া দেখা গেছে, বিভিন্ন সময় নানা প্রকল্পে প্লটফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা অগ্রাধিকার পেয়েছেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
14:12:2023

প্রথমবারের মতো জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে সরে আসার আহবান জলবায়ু সম্মেলনে

দুবাই ঃ দুবাইয়ে জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন কনফারেন্স অব পার্টিজ বা কপ২৮ এ একটি নতুন চুক্তির বিষয়ে সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছে, যাতে প্রথমবারের মতো তেল, গ্যাস ও কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে সরে আসার জন্য দেশগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। কয়েক দিনের আলোচনার পর সম্মেলনে অংশ নেয়া দেশগুলো শেষ পর্যন্ত নতুন এই সমঝোতায় উপনীত হলো, যাতে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে সরে আসতে সব দেশকে ভূমিকা রাখার কথা বলা হয়েছে। তবে অনেক দেশের দাবি অনুযায়ী একবারেই বাতিল না করে ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে নতুন চুক্তিতে। এ সম্মেলনে অবশ্য এটি সবাই মেনে নিয়েছে যে ভবিষ্যতে গ্যাসের নিঃসরণ আরও বাড়বে, যদিও উষ্ণ কিংবা অনুত্তপ্ত দেশ ভেদে এর মাত্রা পার্থক্য থাকবে। কপ২৮ এর প্রেসিডেন্ট বলছেন দেশগুলো বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করছে এবং বিশ্বকে একটি সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছে। সম্মেলনে রাশিয়ার প্রতিনিধি চুক্তিকে উচ্চাভিলাষী আখ্যায়িত করলেও এর প্রশংসা করেছেন।তিনি বলেছেন কার্বন নিঃসরণ কমাতে প্রতিটি পক্ষই তাদের পছন্দনীয় বাস্তবসম্মত উপায় বেছে নিতে পারে।

ইসরায়েলের সমালোচনায় বাইডেন, জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, গাজায় 'নির্বিচারে বোমা হামলা' চালানোর কারণে ইসরায়েল বিশ্বজুড়ে সমর্থন হারাচ্ছে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন-এর তরফ থেকে ইসরায়েলের নেতৃত্বের সমালোচনা করে এটাই সবচেয়ে কড়া বিবৃতি। যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালে পুনরায় নির্বাচনের প্রচারণায় ডেমোক্রেট দলের ডোনারদের অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসব কথা বলেন।

গত সাতই অক্টোবর হামাস ইসরায়েলের ভেতরে হামলা চালানোর পর থেকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন।

ইসরায়েল তার নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করতে পারে। এছাড়া তাদের পাশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আছে, পুরো বিশ্ব আছে।

কিন্তু নির্বিচারে বোমা হামলার মাধ্যমে তারা সে সমর্থন হারাচ্ছে, বলেন মি. বাইডেন।

তিনি একথাও বলেন যে হামাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের সমালোচনা করলেও গাজায় সামরিক অভিযানের জন্য আমেরিকা যে সহায়তা দিচ্ছে সেখান থেকে সরে আসার কোন ইঙ্গিত দেননি।

গাজার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইসরায়েলের সাথে মতপার্থক্যের বিষয়টি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনের সাথে দুই রাষ্ট্র সমাধানে যাবার বিরোধিতা করছেন। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমেরিকার শীর্ষ কূটনীতিকরা দুই রাষ্ট্র সমাধানের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসছেন।

সাধারণ পরিষদে ভোটের আগে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরের বাইরে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভ।

জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ হয়েছে।

জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৫৩টি রাষ্ট্র যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছে। এই প্রস্তাব মেনে চলার কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই প্রস্তাবের রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। এই প্রস্তাব পাশের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মতামত প্রতিফলিত হয়েছে।

এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ১০টি দেশ ভোট দিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে ও অস্ট্রিয়া।

ব্রিটেন, জার্মানি, ইটালি, নেদারল্যান্ডস, এবং ইউক্রেনসহ ২৩টি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল।

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডা 'টেকসই যুদ্ধবিরতির' আহবান জানিয়েছে।

এই তিনটি দেশ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, তারা চায় এই যুদ্ধবিরতি শুরু হোক এবং 'টেকসই যুদ্ধবিরতির' জন্য তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সমর্থন করবে।

তবে এটা একপাক্ষিক হতে পারেনা। সব জিম্মিদের মুক্তি দিতে হবে হামাসকে। ফিলিস্তিনের বেসামরিক মানুষকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে, বলা হয়েছে যৌথ বিবৃতিতে।

এই যুদ্ধবিরতিকে মানবিক যুদ্ধবিরতি হিসেবে বর্ণনা করছে জাতিসংঘ।

এর আগে অক্টোবর মাসেও গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটি হয়েছিল। তখন ১২১টি দেশ যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এছাড়া ১৪টি দেশ বিপক্ষে এবং ৪৪টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল তখন।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে বলা হয়, আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সব পক্ষকে এটা মেনে চলতে হবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং বেসামরিক মানুষকে রক্ষা করার বিষয়টি মেনে চলতে হবে। অনতিবিলম্বে এবং কোন শর্ত ছাড়া সব জিম্মিকে মুক্তি দেবার কথা বলা হয়েছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে। এছাড়া গাজায় যাতে মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে পারে সেটিও নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটির আগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট ডেনিস ফ্রান্সিস তার বক্তব্যে বলেন, বেসামরিক মানুষজনের উপর হত্যাযজ্ঞ চলছে। মানবিক সহায়তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, আন্তর্জাতিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তার আইনের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখানো হচ্ছে।

যুদ্ধেরও কিছু নিয়ম আছে, বলেন সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছে হামাস। সিনিয়র হামাস নেতা বাসেম নাঈম বিবিসিকে বলেন, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ভোটাভুটির আগে জাতিসংঘে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গিলাড এরডান যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে বিরোধিতা করেন।

আপনার দেশ যদি ইসরায়েলের জায়গায় থাকতো তাহলে আপনি কী করতেন? যুদ্ধবিরতির আহবান করতেন? মস্কো তখন কী করতো? বেইজিং? ইস্তানবুল? আপনারা কিভাবে জবাব দিতেন? এখানে সবাই সেটা জানে, গিলাড এরডান।

তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে হামাসের ত্রাসের রাজত্ব দীর্ঘায়িত হবে। সেজন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে যুদ্ধবিরতির বিপক্ষে ভোট দেবার আহবান জানান ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত।

কাশ্মীর ও ৩৭০ অনুচ্ছেদের ইতিহাস

কলকাতা ঃ ভারতের সংবিধানে কাশ্মীরকে যে বিশেষ স্বায়ত্বশাসিত এলাকার মর্যাদা দিয়েছিল ৩৭০ ধারা - তা বাতিল করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি। এই ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ অনুচ্ছেদ যোগ হয়েছিল ভারত ও কাশ্মীরের নেতাদের দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে। বিধানটিতে জম্মু ও কাশ্মীরকে নিজেদের সংবিধান ও একটি আলাদা পতাকার স্বাধীনতা দেয়া হয়, তা ছাড়া পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে কাশ্মীরের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়।

কিন্তু ভারতে বর্তমানে ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপির নির্বাচনী ওয়াদা ছিল এটা বাতিল করা। কীভাবে সংবিধানে যুক্ত হয়েছিল এই ৩৭০ ধারা এবং কীভাবে তা বাতিল হলো - তা এক নজরে দেখে নিন নিচের এই ঘটনাক্রমে।

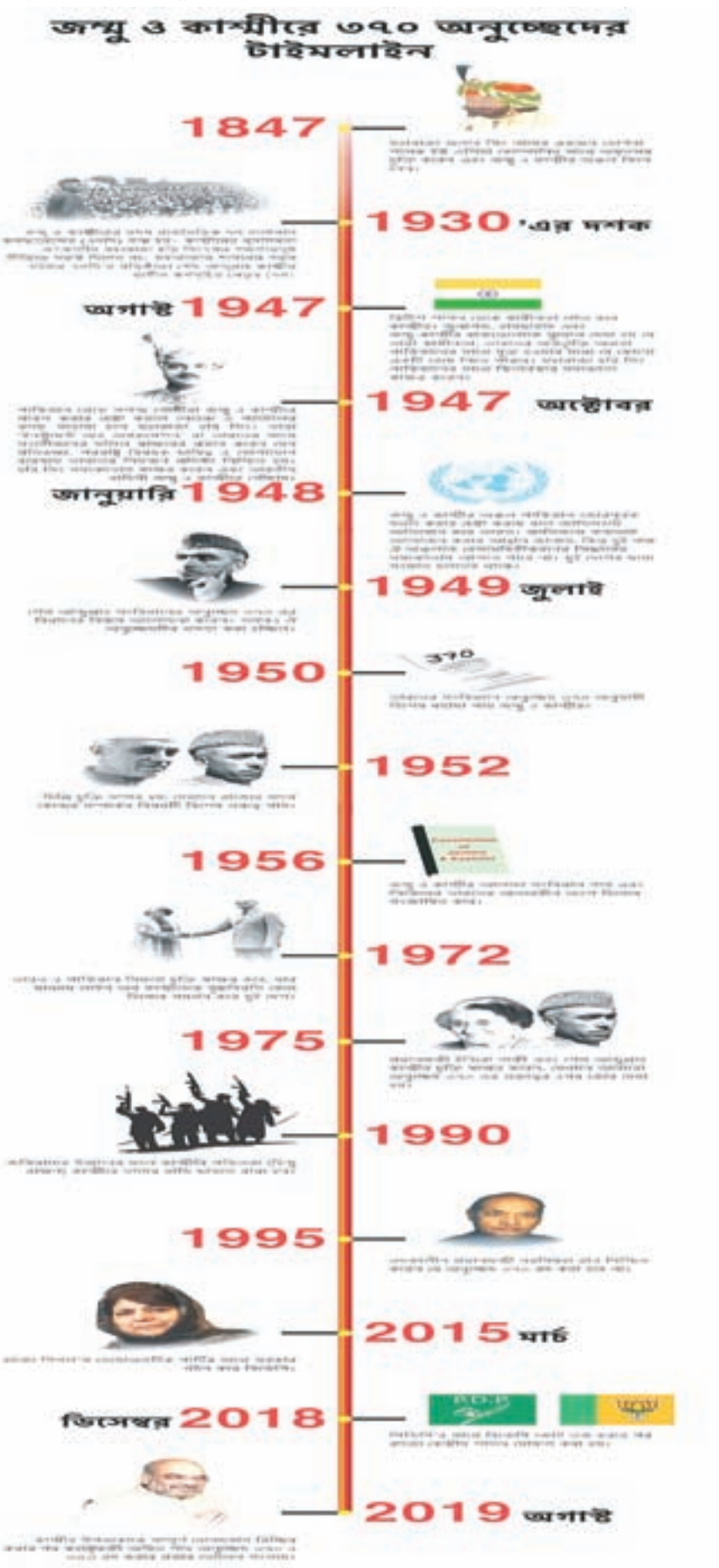

তারপর সুপ্রীম কোর্ট বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলো- ডিসেম্বর ২০২৩

জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে ঐক্যমত্য না হলে কি সফল হবে জলবায়ু সম্মেলন?

দুবাই ঃ দুবাইয়ে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের 'কপ২৮' আলোচনায় অংশ নেয়া দেশগুলির মধ্যে মতবিরোধের কারণে কোন চুক্তি হওয়ার বিষয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এর কারণ, বেশ কয়েকটি দেশ জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পর্কিত একটি খসড়া চুক্তিটিকে 'দুর্বল' বলে আখ্যা দিয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

এর আগের একটি খসড়া প্রস্তাবনায় লেখা হয়েছিল, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু সর্বশেষ এই খসড়ায় সে কথা রাখা হয় নি।

সম্মেলনে কোন চুক্তি হতে হলে অংশগ্রহণকারী ১৯৮টি দেশের প্রত্যেককেই এই বিষয়ে অবশ্যই একমত হতে হবে।

নতুন করে সংশোধিত প্রস্তাবনার একটি খসড়া মঙ্গলবার প্রকাশ করা হতে পারে, যাতে এই নিয়ে দরকষাকষি অব্যাহত রাখা যায়। ইতিমধ্যে, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে দেখা গিয়েছে বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়েছে। কিন্তু কখন বা কীভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার কখনওই একমত হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি ওই খসড়াটি 'গ্রহণযোগ্য নয়' বলে মন্তব্য করে জানিয়েছেন, তারা ওই আলোচনা থেকে সরে দাঁড়াতে পারে। আয়ারল্যান্ডের পরিবেশমন্ত্রী এবং ইইউ-এর পক্ষে মধ্যস্থতাকারী এমন রায়ান বলেছেন, আমরা খসড়া প্রস্তাবনাটি সমর্থন করি না।

তবে তিনি এটাও বলেছেন, এই আলোচনার সফল হতে না পারা বিশ্বের কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের সামনের সারিতে থাকা দেশগুলির রাজনীতিবিদরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে এমন একটি বছরে এসব ক্রমবর্ধমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে, যে বছরটি এখন পর্যন্ত সব থেকে উষ্ণতম বর্ষ বলে পরিণত হতে যাচ্ছে।

কপ ২৮-এর আলোচনায় সবথেকে বেশি যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, তা হল তেল, কয়লা এবং গ্যাস পোড়ানোর ফলে যে গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপন্ন হয় সে বিষয়ে কী করা উচিৎ।

'কপ২৮'-এর বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট সুলতান আলজাবের জীবাশ্ম জ্বালানির বিষয়ে কোনও বড়সড় চুক্তি করতে পারেন, সে বিষয়ে প্রত্যাশা কমই ছিল। কারণ, তিনি আবুধাবির বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী সংস্থা 'অ্যাডনোক'-এর সিইও।

কিন্তু যে সমস্ত দেশ জীবাশ্ম জ্বালানির দ্রুত অবসান চায় তারা আশাবাদী হয়ে উঠেছে, কারণ সুলতান আলজাবের বলেছেন যে তিনি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার 'পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার' পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন।

শনিবার প্রকাশিত একটি খসড়া প্রস্তাবে একটি বিষয় নিশ্চিত করেছে যে এই আলোচনার ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য একটি বিকল্প হল, সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার থেকে পর্যায়ক্রমে বেরিয়ে আসা।

এতে যে প্রশ্নগুলি রয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি হল এটা কবে সম্ভব? পাশাপাশি অন্য যে প্রশ্নটি উঠে এসেছে তা হল, এটা জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ানোর সময় নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড সংরক্ষণের জন্য ব্যয়বহুল এবং পরীক্ষামূলক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভর করবে কিনা।

সোমবার আরেকটি খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে 'ফেজ আউট' বা 'পর্যায়ক্রমিকভাবে বন্ধ করার' কথাটা মুছে ফেলা হয়। এর পরিবর্তে বলা হয়েছে, দেশগুলোর উচিত 'ন্যায়সঙ্গত এবং সুশৃঙ্খল উপায়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও উৎপাদন হ্রাস করা'।

ভাষার পরিবর্তন ছোট বলে মনে হলেও, জাতিসংঘের নথিগুলিতে সামান্য পার্থক্য কিন্তু আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে 'রাজি' করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বৈঠকের আগে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সরকারের কাছে ওই খসড়া প্রস্তাবনাটি পড়ে দেখার জন্য মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে। ইতিমধ্যে, জলবায়ু পরিবর্তনের সামনের সারিতে থাকা দেশগুলো যেসব দেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং ঝড়ে মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তারা এই খসড়া চুক্তির নিন্দা করেছে। আমরা আমাদের ডেথ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করব না, অ্যালায়েন্স অফ স্মল আইল্যান্ড স্টেটসের একজন প্রতিনিধি বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, জীবাশ্ম জ্বালানী বন্ধের বিষয়ে কোনও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ছাড়া তারা কোনও খসড়া চুক্তিতে সম্মত হবে না। 'কপ ২৮'-এর সভাপতি সুলতান আলজাবের অবশ্য বলেছেন, খসড়া প্রস্তাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে 'তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার' এবং একই সঙ্গে এটিকে একটি 'বড় পদক্ষেপ' বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের এক মুখপাত্রের মন্তব্য, ওই খসড়ায় জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পর্কিত অংশটি যথেষ্ট শক্তিশালী করা দরকার। যুক্তরাজ্য এই খসড়াকে 'হতাশাজনক' আখ্যা দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, খসড়াটি 'আশানুরূপ জায়গায় পৌঁছয়নি'। এক মুখপাত্র বলেন, 'আমাদের জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে।' স্বল্পোন্নত দেশগুলির গোষ্ঠীও ওই খসড়ার সঙ্গে সম্মত হয়নি। বরং তারা সিওপি২৮ এর চেয়ারপার্সনকে প্রশ্ন করেছেন খসড়ায় 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোথায়?'

সৌদি আরব পুরো আলোচনা জুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধের বিষয়ে 'কড়া ভাষার' বিরোধিতা করে এসেছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করার অনুরোধ জানানো হলেও, তারা সাড়া দেয়নি।

উন্নয়নশীল দেশগুলি যারা জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর অর্থনীতিকে নবায়নযোগ্য শক্তি-ভিত্তিক করতে আরও সহযোগিতা চেয়েছিল, তারাও হয়ত এমন একটি চুক্তিকে সমর্থন করবে যা কয়লা, তেল এবং গ্যাসের দ্রুত ব্যবহার বন্ধ করার বিষয়ে অত্যধিক জোর দেবে। সর্বশেষ খসড়াতে ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষমতা তিনগুণ করার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। ওই অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেছে ১০০টি দেশ।

সোমবার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সাফল্যের যে মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, তার তুলনায়, এই খসড়া প্রস্তাবনা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

তিনি জানিয়েছিলেন, আলোচনাটি বিচার করা হবে কয়লা, তেল ও গ্যাসের ভবিষ্যত নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশগুলোর সামর্থ্যের নিরিখে।

তিনি বলেন, বিশ্বের তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি কমানোর সময়সূচীকে মাথায় রেখে জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছালেই তবেই এই বৈঠক সফল বলে মনে করা হবে। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাকশিল্প স্তরের চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেশগুলি।

মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও চূড়ান্ত চুক্তি নিয়ে দেশগুলি ঐক্যমত না হওয়ার কারণে ওই সময়সীমা বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।